রসূল صلى الله عليه وسلم এর শিখানো ছলাত

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

রসূল ﷺ এর শিখানো ছলাত

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

অন্তিম প্রকাশনী

রসূল ﷺ এর শিখানো ছলাত

লেখক : হাবীবুল্লাহ মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর

সম্পাদক : জিহাদুল ইসলাম

গ্রন্থস্বত্ব : অন্তিম প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : জুমাদা আল আউয়াল, ১৪৪০ হিজরী
ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ ঈসায়ী

২য় সংস্করণ প্রকাশ : ১২ই আগস্ট, ২০২৬ ঈসায়ী

প্রকাশনায় : অন্তিম প্রকাশনী

নির্ধারিত মূল্য : ১০০ (একশত) টাকা।

ওয়েবসাইট : https://gazwatulhind.com
https://gazwatulhind.site

কাফেলা : https://linktr.ee/kafela_official

যোগাযোগ : backup.2024@hotmail.com

অন্যান্য বইগুলো : https://cutt.ly/kafelabooks
https://dl.gazwatulhind.com
https://dl.gazwatulhind.site

বই কিনুন : https://fb.com/OntimProkashoni

RASUL (SAW) ER SHIKHANO SALAT WRITTEN BY HABIBULLAH MAHMUD BIN ABDUL QADIR, EDITED BY JIHADUL ISLAM. PUBLISHED BY ONTIM PROKASHONI. COPYRIGHT: PUBLISHER. 1st PUBLISHED ON: FEBRUARY 2019 ISAYI, JUMADA AL-AWWAL 1440 AH HIJRI.

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
সম্পাদকের কথা	০৫
লেখক পরিচিতি	০৮
ভূমিকা	০৯
ইসলাম	১১
ইসলামের বুনিয়াদ	১২
মাযহাব	১৪
মাযহাব বা ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন দল তৈরিতে আল্লাহর কঠোর নিষেধাজ্ঞা	১৪
মাযহাব ইমামগণের তৈরি না	১৬
ইমামগণের নাম ও জন্ম-মৃত্যু	১৭
চার ইমামের উক্তি	১৭
ছলাত আদায়ে আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে অনুসরণ	২০
সঠিক অযুর পদ্ধতি	২১
ছলাত আদায়ের জন্য কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে	২৩
ছলাত আদায়ের নিয়ত	২৩
প্রকৃত নিয়ত কী?	২৬
জামায়াতে ছলাত আদায়	২৭
ছলাত আদায়ের জন্য ইকামাত	২৮
ছলাত প্রারম্ভে ছানা পাঠ	৩০
ছানা পাঠের পর নিরবে পাঠ করতে হবে	৩১
ছলাতে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক	৩১
সূরা ফাতিহার শেষে উচ্চ স্বরে আমিন বলা	৩২
আল্লাহর রসূল (ﷺ) ছলাতে সূরা ফাতিহার শেষে জোরে আমিন বলতেন	৩৩
রফাউল ইয়াদাইন সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) এর ছাত্রদের মতামত	৩৫
রফাউল ইয়াদাইনের গুরুত্ব ও ফজিলত	৩৬
রুকু করার সঠিক নিয়ম	৩৭
রুকুর তাসবিহ	৩৮
রুকু হতে দাঁড়ানোর তাসবিহ	৩৮
সিজদাহর সঠিক নিয়ম	৩৯

সিজদাহর তাসবিহ	৪০
দু'সিজদার মাঝখানের তাসবিহ	৪০
তাশাহুদে বসার পদ্ধতি	৪১
আত্তাহিয়্যাতু	৪২
দুরুদ	৪২
দুয়া মাছুরা	৪৩
সালাম ফিরানোর পর তাসবিহ ও যিকির সমূহ	৪৪
জানাযার ছলাত আদায়ের সঠিক নিয়ম	৪৪
ঈদের ছলাত আদায়ের সঠিক নিয়ম	৪৮
জুম'আর ছলাত আদায়ের সঠিক নিয়ম	৫১
জুম'আর ছলাত আদায়ের জন্য আযান দেয়ার নিয়ম	৫১
বিতরের ছলাত আদায়ের সঠিক নিয়ম	৫৩
ছলাত আদায়ে নারী-পুরুষের পার্থক্য	৫৬
সুনির্দিষ্ট ছহিহ দলিলের ভিত্তিতে মহিলা ও পুরুষের ছলাতে কিছু পার্থক্য	৫৭
কতিপয় হাদিস	৫৮
ছলাত আদায়ের প্রয়োজনীয় সূরা সমূহ	৫৯
প্রয়োজনীয় দু'আ ও যিকির	৬১
হাদিসের আলোকে ছলাতের ওয়াক্ত	৬৩
ছহিহ হাদিস থেকে কিছু মাসায়েল	৬৯

সম্পাদকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নাহমাদুহূ ওয়া নুছল্লী ‘আলা রসূলিহিল কারীম, আম্মা বা’দ; ২০২০ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে, এমনকি তৎকালীন কঠিন প্রতিকূল সময়েও ইমাম মাহমুদ হাবীবুল্লাহ (হাবীবুল্লাহ মাহমুদ নামেও পরিচিত) এর লিখিত বইসমূহ সম্পাদনা ও প্রকাশ এবং তা প্রচার থেমে থাকে নি। তবে তার আরো কিছু লিখিত বই ২০১৮-১৯ এর দিকে প্রকাশ হয়েছিল যা খুবই সীমিত পরিসরে ছাপা ও প্রচার হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে - “রসূল ﷺ এর শিখানো ছলাত”। বইটির নাম দেখেই বোঝা যায় বইটি কোন বিষয়ের উপর লিখিত। এই বইটি এত দেরি করে আবারো প্রকাশ ও প্রচারের মধ্যেই হয়তো আল্লাহ কল্যাণ রেখেছিলেন, সে কারণেই হয়তো এটি দেরিতে প্রকাশ হচ্ছে। এই ধারণাটি আসার মূল কারণ হচ্ছে বর্তমান সময়ে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব। একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়, বর্তমানে সাধারণ একটি ফিকহী মাসআলা নিয়েও বড় ধরনের ফিতনার সৃষ্টি এবং তা থেকে বিভিন্ন দল ও উপদল তৈরি এবং এসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলো একজন আরেকজনকে তাকফীর ঘোষণা! এমন কি হাতাহাতি, বিশৃঙ্খলা, দাঙ্গা-হাঙ্গামাও দেখা দিয়েছে; পবিত্র মাসজিদের ভিতরেও তা বাদ যায় নি! এই বিষয়গুলো বর্তমানে হিন্দ তথা ভারতীয় উপমহাদেশ অঞ্চলে বেশি দেখা যায় যা অন্যান্য অঞ্চলে কম। সেই সকল বিষয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে ছলাত তথা নামাজ।

যেহেতু এটি ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন তাই এর ছোট থেকে ছোটতর একটি মাসআলা নিয়েও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে আজ দলে দলে বিভক্তি দেখা যায়। হাত কোথায় বাঁধবে, রফুউল ইয়াদাইন করা দরকার নাকি দরকার নেই, আমিন জোরে না আস্তে বলতে হবে ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ই এর কারণ। এমনকি নামাজ পড়ার নিয়ম দেখেই যে কেউ নির্ণয় করে থাকে যে সে কোন মতাদর্শী, কোন মাজহাবের। এমন কোন ফিকহী মাসআলা যার ব্যাপারে উভয় পক্ষের দলিলই বিদ্যমান তাদের আর যাই

হোক দলে দলে বিভক্তি হওয়ার মত কোন বিষয় তো থাকার কথা নয়, যদি এমন হয় যে একটি দল এমন কিছু দাবী করছে যার কোন দলিলই নেই, কিংবা জাল-মুনকার দলিল, তাহলে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে আলাদা করে দেওয়া তখন আবশ্যক হতো, কারণ তখন তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এরই অন্তর্ভুক্ত হতো না।

তবে এখনো সেই বিভক্তি বিভিন্ন মাজহাবকে কেন্দ্র করে রয়ে গেছে যাদের প্রতিষ্ঠাতারাও নিজেরা মাজহাব তৈরি করে যায় নি বা বলেও যায়নি যে আমার নামে মাজহাব তৈরি করো। সবই তাদের তৎকালীন ও তা চলমান থেকে এখন পর্যন্ত নিজ নিজ অনুসারীদের অবদান(!)। অনুসারীরা তাদের পছন্দের ইমামের মতকে অনুসরণ করে আর সেই ইমামের অনুসারী হয়ে তাদের শিক্ষক/গুরুজন তথা আকাবীরদের(!) সিলসিলা গ্রহণ করে দ্বীন পালন করে। এবং সেই মতকে প্রচার-প্রসার ও অন্যান্য মতের উপর শক্তিশালী করতে আজীবন কাটিয়ে দেয় বাহাস-বিতর্ক করে, যদিও তাদের মতের উপর শক্তিশালী কুরআন-সুন্নাহ এর দলিল থাকুক বা না থাকুক। একদম যেমন পিতৃপুরুষদের নিয়মকে অনুসরণ করে যাওয়ার মত বিষয়টা। তবে আমাদের উচিত মাসআলাগত, দ্বীনী ইলমের ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগশ্রেষ্ঠ ইমামদের, আলেমদের, ফকীহদের মতকে সামনে রাখা (যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর উপর ছিলেন এবং কুরআন-হাদিস ও নিজস্ব ফিকহী জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন) এবং সহীহ দলিলের উপর আমল করা এবং যে বিষয়ে দ্বৈত মত পাওয়া যায় সে বিষয়ে সহীহ দলিলের আধিক্যের উপর আমল করা। যাদের সততার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রমাণ রিজালের কিতাবে ও ইতিহাসে পাওয়া যায়, সেই সকল যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম, ফকীহ ও আলেমদের বেশির ভাগের একই রকম মতকে প্রাধান্য দেওয়াতে দোষের কিছু নেই, কারণ বেশির ভাগ সময়ই দেখা যায় তাদের মতের পিছনে কুরআন-হাদিসের সহীহ দলিল বিদ্যমান থাকে। ফিকহী ক্ষেত্রে কিছু ফকীহদের আলাদা মত থাকবে এটা স্বাভাবিক।

সহীহ দলিলের বিরুদ্ধে মত কিংবা দুর্বল দলিলের মতকে প্রাধান্য দেওয়া কোন সময়ই জ্ঞানীদের কাজ হতে পারে না। এরপরও যদি মাসআলাগত

মতবিরোধ থেকে যায় তাহলে অন্তত এর কারণে দলে উপদলে ভাগ হওয়া, মুসলিম জামায়াতে ফাটল ধরিয়ে জামায়াত ত্যাগ করা কোন মুসলমানের কাজ হবে না। কারণ জামায়াতবদ্ধ থাকা এর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই যারা ফিকহী মাসআলাগত কারণে দলে দলে ভাগ হয়েছে তাদের মূল কারণ শুধু এই সকল ফিকহী মতবিরোধ নয়; তাদের উদ্দেশ্য নেতা হওয়া, তাঁর আকাবীরের কাঙ্ক্ষিত মতকে প্রতিষ্ঠিত করা, ক্ষমতা ও অনুসারী গোছানো, ফায়দা হাছিল করা, নিজেকে অন্যদের চেয়ে বড় পণ্ডিত হিসেবে প্রমাণ করে জনপ্রিয় হওয়া, বড় বক্তা হওয়া, আর দুনিয়ার সম্পদ উপার্জন করা। এখন অনেকেই দলপ্রধান / জনপ্রিয় হতে চায় তাই বিভিন্ন মাসআলাগত মতবিরোধ তৈরি করে জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেরা দল খুলে নেতা সাজছে। আর যাদের মধ্যে এগুলো (সম্পদ, নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লোভ তেমন) নেই তাদের মধ্যে এই হিংসা ও অহংকার রয়েছে যে- 'আমার নিজের / আকাবীরদের / ইমামের মতের বিরুদ্ধে অবস্থানকারীকে আমি মান্য করবো না, আমি এই ছোট ফিকহী মাসআলার ক্ষেত্রেও সহনশীল হবো না'; যা আরেক গোমরাহীরই উদাহরণ। আর একারণেই দেখা যায় হানাফীগণ অন্য মাজহাবের কাউকে নেতা তথা আমীর হিসেবে মান্য করে না, একই অবস্থা আবার আহলে হাদিস দলেরও। এর ফলে মুসলিম উম্মাহের ঐক্য শুধুই কল্পনা হিসেবেই থেকে যায়। মতবিরোধের এই বিষয়টি বুঝাতে গেলে আমার কাছে এটাই ছিল সহজ উত্তর।

অতঃপর, আল্লাহর রসূল (ﷺ) কিভাবে ছলাত পড়তেন তার বর্ণনাগুলো নিয়ে, সে বিষয়ের নির্ভরযোগ্য দলিল সহকারে লেখক এই বইটি লিখেছেন। বিভিন্ন মতবিরোধ বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন। আশা করি বিবেকবান মানুষদের জন্য ছলাত বিষয়ে এই বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ইনশা আল্লাহ।

সম্পাদক
৩০/০৯/২০২৫

লেখক পরিচিতি

নাম মাহমুদ। ডাকনাম জুয়েল মাহমুদ, তাঁর স্বজনদের অনেকে তাকে সোহেল নামেও ডাকে এবং বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলের মানুষই তাকে ‘‘হাবীবুল্লাহ মাহমুদ’’ নামে চেনে। পিতা আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন এবং জননী সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন।

জন্ম: তিনি ১৪১৬ হিজরীর জুমাদিউল আওয়াল মাসের ৬ তারিখ (ঈসায়ী ১৯৯৫ সালের ১লা অক্টোবর) রবিবার সকালে নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের অন্তর্গত উত্তর গাঁওপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতা-মাতার দিক থেকে কয়েক জন উর্ধ্বতন পুরুষের নামঃ

■ পিতার দিক হতে- আব্দুল ক্বদীর বিন আবুল হোসেন বিন আব্দুল গফুর বিন খাবীর বিন আব্দুল বাকী বিন মাওলানা নজির উদ্দিন আল-যোবায়েরী (রহঃ) বিন মোল্লা আব্দুছ ছাত্তার মুর্শিদাবাদী বিন শাইখ আবদে হাকিম ইউসুফী (রহিঃ)। যিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের কিছু সংখ্যক মুসলিম যোদ্ধাদের নিয়ে ‘বদরী কাফেলা’ নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইংরেজদের সাথে লড়াই করেন। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের ৩ তারিখে তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দী হন এবং কলিকাতায় ইংরেজদের কারাগারে বন্দী থাকেন। পরিশেষে তিনি ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুলাই বাদ আসর কারাগারে ইন্তেকাল করেন।[১]

■ মাতার দিক হতে- সাহারা বিনতে রিয়াজ উদ্দিন বিন ইব্রাহীম বিন কাসেম মোল্লা ওরফে কালু মোল্লা বিন বাহলুল বিন নূর উদ্দিন হেরা পাঠান, যিনি পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের অধিবাসী ছিলেন।

শিক্ষা জীবনঃ তিনি স্থানীয় সালিমপুর মালিগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া-লেখা করেন। অতঃপর তাঁর নানার সহযোগিতায় স্থানীয় গাঁওপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুরআনের নাজরানা শেষ করে তিনি কিছু অংশ মুখস্থও করেন। অতঃপর বাঘা মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে তিনি ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

---

১. ভারতবর্ষের মুসলিমদের ইতিহাস (মুসলিম শাসন), লেখক: আব্দুল করিম মোতেম, (পৃষ্ঠা ৩০৬)।

ভূমিকা

"বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম"

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য। যিনি আমাদের প্রতিপালক ও হুকুম দাতা। ছলাত ও সালাম বর্ষিত হোক যিনি আমাদের নেতা ও আল্লাহর প্রেরিত রসূল হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রতি।

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

অর্থঃ বল, সত্য এসে গেছে মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। আর মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই ছিলো। (সূরা আল ইসরা, আ: ৮১)

কাজেই আসুন আমরা সত্যকে খুজে নেই, মিথ্যার অন্ধ অনুসরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখি।

ইসলামের ৫টি স্তম্ভের ২য় ও অন্যতম স্তম্ভ ছলাত। আর সেই ছলাতের মধ্যেই যখন দলিল বিহীন পদ্ধতি হবে তা অবশ্যই বর্জনীয়। আর আল্লাহর রসূল (ﷺ) যেইভাবে আমাদেরকে ছলাত শিক্ষা দিয়েছেন সেটাই একমাত্র আল্লাহর নিকট গ্রহণীয়; যে পদ্ধতি আল্লাহর রসূল (ﷺ) থেকে প্রমানিত নয় তা কুফুরির সামিল। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

রসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর। (সূরা হাশর, আ: ৭)

আর যেই সকল আমল আল্লাহর রসূল (ﷺ) করেননি। কিংবা করতে বলেন নি তা অবশ্যই বিদ'আত।

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

আর প্রত্যেক বিদআতই পথ ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক পথ ভ্রষ্টতার পরিনাম জাহান্নাম। (নাসাঈ ১৫৭৮; মুসলিম; মিশকাত ১৪১)

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَجَزَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حتى يدع بدعته

আর বিদ'আত আমলকারীর কোন দু'আ এমন কি তাওবাহ আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না সে যতক্ষন পর্যন্ত বিদ'আতি আমল বন্ধ না করে। (ছহিহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব, হা: ৫৪, পৃ: ১৩০)

সুতরাং, বিদ'আতকে বর্জন করে বিশুদ্ধ ছলাত আদায়ের একটি নির্ভরযোগ্য পুস্তক 'রসূল (ﷺ) এর শিখানো ছলাত' বইখানা আমি প্রকাশ করলাম। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যেন, এই বইখানার উছিলায় আমাদের সকলের মনে হিদায়েতের আলো দান করেন (আমিন)। পরিশেষে আমার এই লেখাতে কোন ভুল থাকলে তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন এবং পরবর্তীতে সংশোধনের জন্য অবগত করবেন।

নিবেদক
হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

ইসলাম

বর্তমান বিশ্বে অসংখ্য ও অগণিত বাতিল ধর্মের বিপরীতে মহান আল্লাহ তাআলার পছন্দের ও মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। যার প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

নিশ্চয়ই আমার মনোনীত ধর্ম ইসলাম। (সূরা আল ইমরান, আ: ১৯)

আর যে বা যারা এই ইসলাম ব্যতীত, অন্য কোন ধর্মের পেছনে ছুটবে, তারা নিঃসন্দেহে স্থায়ী ভাবে জাহান্নামী হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿۶﴾

নিশ্চয়ই আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফুরিতে লিপ্ত রয়েছে ও যারা মুশরিক তারা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল অবস্থান করবে। তারাই অধম, সৃষ্টির মধ্যে নিকৃষ্টতম। (সূরা বাইয়িনাহ, আ: ৬)

কাজেই আমাদের মনে সকল গোড়ামীকে দমন করে, আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে মনে প্রাণে মেনে নিয়ে একজন মুসলমানের পরিচয়েই জীবন-যাপন করা জরুরী। যেই মুসলমানিত্বের শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত অসংখ্য অগণিত নাবী-রসূল। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَ فِيْ هٰذَا

তোমরা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। তিনিই তোমাদের নাম মুসলিম দিয়েছেন পূর্বেও আর এখনো। (সূরা হাজ্জ, আ: ৭৮)

ইসলামের বুনিয়াদ

আর নিজেকে একজন মুসলমান হিসেবে দাবী করতে চাইলে অবশ্যই ইসলামের বুনিয়াদগুলোর উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ "

ইবনে ওমর ﵁ থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি। ১। এই কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল। ২। ছলাত আদায় করা। ৩। যাকাত দেওয়া। ৪। রমজান মাসে ছিয়াম পালন করা। ৫। আর সামর্থবানদের হাজ্জ আদায় করা। (নাসাঈ ৫০০; বুখারী ৭)

অন্য জায়গায় নাবী কারীম (ﷺ) মুসলমানদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ "

যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় ছলাত আদায় করে, আর আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবাইকৃত পশু খায়, সে মুসলমান। (বুখারী ৩৮৪)

আর যেই মুসলমান ইসলামের প্রথম শর্ত ঈমান মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে তার দ্বিতীয় কাজই হলো ছলাত আদায় করা। অথচ আমরা নিজেদের সেই ছলাত আদায় সম্পর্কে উদাসীন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾

ঐ সকল ছলাত আদায়কারীদের জন্য ধ্বংস যারা নিজেদের ছলাত সমন্ধে উদাসীন। (সূরা মাউন, আ: ৩-৪)

প্রকৃত পক্ষেই ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলোর মধ্যে অন্যতম ও প্রধান ইবাদত ছলাত আদায় করা। আর সেই সলাত আদায়ের সঠিক নিয়ম

সম্পর্কেই অধিকাংশ মানুষ একবারেই জ্ঞান হীন। কথাটা অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা যখন নিজেদের স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা কিংবা বড় কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কোন বই ক্রয় করি। আর যখন চিরস্থায়ী সুখ আল্লাহর নিয়ামত পূর্ণ জান্নাত লাভের আশায় নামায শিক্ষার ইচ্ছা করি, তখন ১০/২০ টাকা মূল্যের বই ক্রয় করি। যেই বইটির কোন ভিত্তিই নেই। কিংবা একজন আরেকজনকে দেখে ছলাত আদায় করা শিখি। কিন্তু সেটা সঠিক না ভুল! তা যাচাইয়ের প্রয়োজন বোধ করি না। অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা সেটা যাচাইকে ফরজ করে দিয়ে বলেন,

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

যদি সত্যবাদী হও তবে দলিল উপস্থাপন করো। (সূরা বাকারহ, আ: ১১১)

অবশ্যই আমাদেরকে যাচাই করতে হবে, সঠিক দলিল দেখতে হবে, যেই দলিলের ভিত্তি আছে। আমরা যে আমলটা করি, প্রকৃতই সে আমলটা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ) এর শিখানো কি না? অনেকেই আবার সঠিকটা যাচাই না করেই ইমামের দোহাই দেয়। তারা বলে, আমরা অমুক ইমামের অনুসারী। সে যা বলেছে আমরা সেটাই করবো। অতএব তারা এই কথা বলে মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ) এর হুকুমতকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের মাযহাবী ইমামকে উচ্চ স্থান দেয়। অথচ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, আর আনুগত্য করো তোমাদের ইমামদের। আর তাদের মাঝে মতবিরোধ দেখলে ফিরে আসবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের (কুরআন ও ছহিহ হাদিস) দিকে। যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাকো; এটাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং পরিনামে চমৎকার। (সূরা নিসা, আ: ৫৯)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা যদিও ইমাম মানতে বলেছেন। তবে তার নিচেই শর্ত দিয়েছেন যদি ইমামদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে অবশ্যই আমাদেরকে কুরআন ও ছহিহ হাদিসের দিকেই ফিরে যেতে হবে। আর তাতেই আমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে।

মাযহাব

বর্তমানে সারা বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৩০০ কোটি। পৃথিবীর প্রত্যেক চারজন ব্যক্তির মধ্যে গড়ে একজন করে মুসলমান। অমুসলিমদের কাছে আমরা তথা ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা মুসলমান বলে পরিচিত হলেও হিন্দুদের মত মুসলমানরাও নিজেদের মধ্যে অনেক নামে পরিচিত হয়ে গেছে। যেমন- হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী প্রভৃতি। এই নামগুলি আল্লাহ বা মুহাম্মদ (ﷺ) এর দেয়া নাম নয়। এমনকি যাদের নামে এই মাযহাব তৈরি করা হয়েছে, তারাও এই নামগুলো দেয় নি।

মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত চারটি মাযহাব, যার অর্থ: দল, মত; এগুলো ইসলামের কোন নিয়ম বিধান মেনে তৈরি করা হয় নি। কারণ ইসলাম ধর্মে নিজেদের মধ্যে কোন দলবাজী নেই। ইসলামে মুসলমানদের বিভক্ত হওয়া থেকে কঠোর ভাবে সাবধান করা হয়েছে। আর এই সকল মাযহাবগুলো আল্লাহর রসূল (ﷺ) এবং ছাহাবীদের সময় সৃষ্টি হয়নি। এমন কি ইমামগণের সময়েও সৃষ্টি হয় নি। চার ইমামের মৃত্যুর অনেক বছর পরে তাদের নামে মাযহাবগুলো তৈরি করা হয়েছে।

মাযহাব বা ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন দল তৈরিতে আল্লাহর কঠোর নিষেধাজ্ঞা

মুসলমানেরা যাতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত না হয়ে যায় সে জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা কঠোরভাবে সাবধান করে বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَ كَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ؕ اِنَّمَاۤ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۱۵۹﴾

নিশ্চয়ই যারা দ্বীনের মধ্যে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, হে নাবী! তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্কে নেই, তাদের ব্যাপার আল্লাহর ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত করবেন। (সূরা আনআম, আ: ১৫৯)

একটু স্থির হোন!!! উপরের আয়াতটি দয়া করে বার বার পড়ুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন।

ভেবে দেখুন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা সরাসরি বলেছেন যারা দ্বীন বা ধর্মে অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং নানা দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে আমাদের নাবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর কোন সম্পর্ক নেই, সে কি মুসলমান? সে কি কখনও জান্নাতের সুগন্ধও পাবে? আমরা মুসলমান কুরআন-হাদিস মাননেওয়ালা এটাই আমাদের পরিচয়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ﴿٥٢﴾

তোমাদের এই যে জাতি। এতো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমাকে ভয় কর। (সূরা মু'মিনুন, আ: ৫২)

এই আয়াতটি পড়ে আপনারা হয়তো বুঝতেই পেরেছেন ফরজ, ওয়াজিব ভেবে আপনারা যে মাযহাব মেনে চলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা তা মানতে কতো কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। শুধু এটাই নয়, মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরো অনেক আয়াতে এ ব্যাপারে মানুষকে সাবধান বাণী শুনিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَ اتَّقُوْهُ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ لَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٣٢﴾

আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিই দৃঢ় হয়ে তাকেই ভয় করো এবং ছলাত কায়েম করো, আর মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না, যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। আর তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দল নিয়ে খুশি। (সূরা রুম, আ: ৩১-৩২)

বর্তমানে আমাদের সমাজের অবস্থাও মুশরিকদের মতো। ইসলামকে মাযহাবের নামে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছে এবং তারা নিজেরা নিজেদের মাযহাব নিয়ে খুশি। তাদের সামনে সঠিক কোন কথা উপস্থাপন করলে তারা বলে না যে, এটা কুরআন হাদিছে আছে কি না? যদি থাকে তবে মানতে বাধ্য। বরং তারা বলে আমাদের মাযহাবের ইমাম কি বলেছে? এরা কুরআন হাদিছের থেকে ও মাযহাবের ইমামের মতকে অধিক গুরুত্ব দেয়। অথচ ইসলামের ভিত্তিই হলো কুরআন ও হাদিছ তাছাড়া অন্য কিছু নয়, উপরের আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের উপদেশ দিয়েছেন

তোমরা মুশরিকদের দলভূক্ত হয়ো না। তোমরা ইসলামে বিভিন্ন মত বা মাযহাবের সৃষ্টি করো না। অথচ আমরা কুরআনের বানী অমান্য করে ইসলামে বিভিন্ন দলে সৃষ্টি করেছি এবং নিজেকে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী বা হাম্বলী বলে গর্ব অনুভব করছি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের সামনে (নিজেদের মত নিয়ে) অগ্রগামী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ সর্ব শ্রোতা, ও মহাজ্ঞানী (সূরা হুজরাত, আ: ১)

আমার প্রিয় মুসলমান ভায়েরা! এই কুরআনের এই রকম স্পষ্ট নির্দেশনা জানার পরেও কী মনের গোড়ামীতে মাযহাবকে একতরফা ভাবে বিশ্বাস করা যাবে? এবং নিজেকে মাযহাবী বলে পরিচয় দেয়া যাবে? মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ

বলে দিন, যারা জ্ঞানী ও জ্ঞানহীন, তারা কী সমান হতে পারে? যারা জ্ঞানী তারাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা যুমার, আ: ৯)

কাজেই আমরা যারা মাযহাব সম্পর্কে জানলাম তারা ব্যক্তিগত গোড়ামীর কারণে বির্তক না করে কুরআনের উপদেশ মনে করে সত্যকেই মেনে নেই।

মাযহাব ইমামগণের তৈরি না

ভারতবর্ষের বিখ্যাত হাদিছশাস্ত্রবিদ যাকে হানাফিরা ভারতবর্ষের ইমাম বুখারী বলে থাকেন, সেই শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (رحمه الله) বলেছেন, তোমরা জেনে রাখো যে, ৪০০ হিজরীর আগে লোকেরা কোন একটি বিশেষ মাযহাবের উপর ছিল না। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, পৃ: ১৫২)

অর্থাৎ মানুষ ৪০০ হিজরীর আগে নিজেকে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, বলে পরিচয় দিতো না, আর ৪০০ হিজরীর অনেক আগে চার ইমাম ইন্তেকাল করেন।

প্রিয় পাঠকগণ, আমাদের সকলেরই একবার ইমামগণের জন্ম ও মৃত্যুর সময় কালটা জানা প্রয়োজন। তা হলে ব্যাপারটা আরো সুস্পষ্ট হবে।

■ ইমামগণের নাম ও জন্ম-মৃত্যু

১। ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) এর জন্ম ৮০ হিজরী, মৃত্যু ১৫০ হিজরী।

২। ইমাম মালেক (رحمه الله) জন্ম ৯৩ হিজরী, মৃত্যু ১৭৯ হিজরী।

৩। ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله) জন্ম ১৫০ হিজরী, মৃত্যু, ২০৪ হিজরী।

৪। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (رحمه الله) জন্ম ১৬৪ হিজরী, মৃত্যু ২৪১ হিজরী।

বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী (رحمه الله) এর কথা যদি মেনে নেওয়া যায় যে, ৪০০ হিজরীর আগে কোন মাযহাব ছিলো না বরং ৪০০ হিজরীর পরে মানুষেরা মাযহাব সৃষ্টি করেছে, তার মানে এটা দাঁড়ায় যে, আবু হানিফা (رحمه الله) এর ইন্তিকালের ২৫০ বছর পর হানাফী মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে, ইমাম মালেক (رحمه الله) এর ইন্তিকালের ২২১ বছর পর মালেকী মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে, ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله) এর ইন্তিকালের ১৯৬ বছর পর শাফেয়ী মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে, এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (رحمه الله) এর ইন্তিকালের ১৫৯ বছর পর হাম্বলী মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ ইমামদের জীবনকালে এই মাযহাব সৃষ্টি হয়নি, তাদের মৃত্যুর অনেক পরে ইসলামের মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে।

একবার চিন্তা করে দেখুন, ইসলামে মাযহাব বা বিভিন্ন মতের দল সৃষ্টি করতে আল্লাহ তা'য়ালা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। আর সম্মানিত ইমামগণ ছিলেন কুরআন হাদিছের পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসারী এবং ধর্মপ্রাণ খাঁটি মুসলমান, তারা কি কুরআন হাদিসকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নিজের নামে মাযহাব তৈরি করবেন যা কঠিন ভাবে নিষিদ্ধ? এটা কি কখনো হতে পারে? যারা বলে ইমামরা ইসলামে মাযহাব সৃষ্টি করেছে তারা হয় জ্ঞানহীন আর না হয় বেঈমান। তারা ইমামদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়।

■ চার ইমামের উক্তি

মাযহাবীদের মধ্যে কিছু লোক দেখা যায় যারা ইমামদের সঠিক উক্তি না জেনেই ইমামদের নামে বানানো মিথ্যা কথার অন্ধ অনুসরণ করে। তারা

ইমামদের নামে বানানো যে কোন মিথ্যা বাক্যকেই আসমানী ওহির মতো মানে এবং কুরআন হাদিছ বিরোধী রায় হলেও তাতে আমল করে। তাই সেই সকল লোকদের জন্য হাদিছ অনুসরণের ব্যাপারে ইমামদের মতামত এবং কয়েকটি মূল্যবান উক্তি।

১। ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله)

ক। إذا صح الحديث فهو مذهبي হাদিস ছহীহ হলে সেটাই আমার মত/মাযহাব। (ইবনুল আবেদিন ১/৬৩; রাসমুল মুফতী ১/০৪; ছালিহ আল ফাল্লানীর "ঈক্কাবুল হিমাম" এর ৬২ পৃষ্টা; রদ্দুল মুহতার: ১/১৫৪; অনেকে যদিও বলে যে এটি ইমাম শাফিঈ'র মত তবে যেহেতু কিতাবে এসেছে তাই বর্ণনাটি উল্লেখ করা হলো।)

খ। لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه

কারো জন্যই আমাদের কথা মেনে নেওয়া বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে জেনেছে যে, আমরা তা কোথা থেকে পেয়েছি। (হাশিয়া ইবনু আবেদিন ২/২৯৬ পৃ:; রাসমুল মুফতী ২/৩২ পৃ:; আবদুল ওয়াহাব আল-শারানী'র মীযান ১/৬৫; ই'লামুল মুওয়াক্কিইন ২/৩০৯)

গ। حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي

যে ব্যক্তি আমার দলিল জানে না, তার জন্য আমার উক্তি দ্বারা ফতওয়া দেওয়া হারাম। (আন নাফিউল কাবির, ১৩৫ পৃ:)

২। ইমাম মালেক (رحمه الله)

ক। আমি তো একজন মানুষ মাত্র। আমার কথা ভুল হতে পারে আবার ঠিক ও হতে পারে। সুতরাং যেটা তোমরা কুরআন হাদিছে পাও, তা গ্রহণ করো। আর যা কুরআন হাদিছে নেই, তা বর্জন করো। (জামিউ বায়ানিল ইলম ২/৩২ পৃ: উসুলুল আহকাম ৬/১৪৯)

খ। ইবনু ওহাব (رحمه الله) বলেছেন, আমি ইমাম মালেক (رحمه الله) এর অযুর মধ্যে দুই পায়ের আঙ্গুল খিলাল করার বিষয়ে একজনকে প্রশ্ন করতে শুনেছি। তিনি তার উত্তরে বলেন, লোকদের জন্য এটার প্রয়োজন নেই। ইবনু ওহাব (رحمه الله) বলেন, আমি মানুষ কমে গেলে তাকে নিরিবিলি পেয়ে বলি, তা তো

আমাদের জন্য সুন্নাত। ইমাম মালেক (رحمه الله) বলেন, সেটা কী? আমি বললাম আমরা আল মস্তাওরাদ বীন শাদ্দাদ আল কুরাইশী সূত্রে পরস্পর থেকে জানতে পেরেছি যে, শাদ্দদ আল কুরাইশী (رضي الله عنه) বলেন, আমি রসূল (ﷺ) কে কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে দুই পায়ের আঙ্গুল খিলাল করতে দেখেছি। ইমাম মালেক (رحمه الله) বলেন, এটা তো সুন্দর হাদিস। আমি এখন ছাড়া ইতিপূর্বে এই হাদিসটা শুনি নি। তার পর যখনই তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, তখনই তাকে পায়ের আঙ্গুল খিলাল করার আদেশ দিতে আমি শুনেছি। (মুকদ্দামা আল জারাহ ওয়াত তা’দীল, ইবনু আবি হাতেম, ৩১-৩২ পৃ:)

৩। ইমাম শাফেয়ী (رحمه الله)

ক। إذا صح الحديث فهو مذهبي সহীহ হাদিছ হলে সেটাই আমার মত। (মাজমু ১/৬৩; শাইবাণী ১/৫৭)

খ।

إذا وجدتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف قولي فخذوا به ودعوا ما قلت

আমি যে কথাই বলি না কেন অথবা যে নীতিই প্রনয়ন করি না কেন, তা যদি হাদিছের খিলাফ হয় তাহলে সে কথায় তোমরা মান্য করো না। যা আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আর সেটাই আমার কথা। (তারিখু দিমাশক; ই’লামুল মুওয়াক্কিইন ২/৩৬৬, ৩৬৪)

গ। নাবী (ﷺ) থেকে যে হাদিছই বর্ণিত হয়েছে, সেটাই আমার কথা, যদিও তা আমার নিকট থেকে না শুনে থাকো। (ইবনু আবি হাতীম, ৯৩-৯৪)

৪। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (رحمه الله)

ক। তোমরা আমার অন্ধানুকরণ করো না, মালেকের অন্ধানুকরণ করো না, অন্ধানুকরণ করো না শাফেয়ীর বরং তোমরা সেখান থেকে গ্রহণ করো, যেখান থেকে আমরা গ্রহণ করেছি। (ই’লামুল মুওয়াক্কিইন ২/৩০২)

খ। যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর হাদিছ প্রত্যাখ্যান করে, নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তির জন্য ধ্বংস। (ইবনুল জাওযী, ১৮২ পৃ:)

অতএব, আমরা চার ইমামের উক্তির মাধ্যমে বুঝতে পারলাম ইমামগণের চেয়েও সকলের ঊর্ধ্বে আল্লাহ ও তার রসূল (ﷺ)। সুতরাং চার ইমামরাও ইসলামের অন্যতম হুকুম ছলাত আদায়ের ব্যাপারে নিজেদের মনগড়া মতকে প্রাধান্য না দিয়ে আল্লাহ ও তার রসূল (ﷺ) এর শিখানো পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়েছে। আর যারা বলে চার ইমামের চার মাযহাব এবং তাদের ছলাত আদায়ের পদ্ধতি চার ইমামের চার রকম। তবে অবশ্যই তাদের এই কথা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, ইসলাম বিরোধী। কাজেই আমরা সেই আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর আদায়কৃত ছলাতের মতই ছলাত আদায় করবো ইংশাআল্লাহ। কোন মানুষের তৈরি নিয়মে ছলাত আদায় করা নিঃসন্দেহে হারাম। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ

সৃষ্টি যার আদেশ চলবে তার। (সূরা আরফ, আ: ৫৪)

ছলাত আদায়ে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অনুসরণ

যেহেতু ছলাত ইসলামের পাঁচটি রুক্নের মধ্যে অন্যতম। সেহেতু ছলাত আদায়ে আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ছলাত আদায় না করলে, সেই ছলাত মহান আল্লাহ তা'য়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। আর মহান আল্লাহ তা'য়ালা ছলাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর মাধ্যমেই আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। (সূরা আহযাব, আ: ২১)

সুতরাং, আল্লাহর রসূল (ﷺ) যে ভাবে ছলাত আদায় করার শিক্ষা দিয়েছেন এবং ছলাত আদায় করেছেন। আমাদেরকেও সেই ভাবেই ছলাত আদায় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন,

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

তোমরা এমন ভাবে ছলাত আদায় করবে, যেমন ভাবে আমাকে ছলাত আদায় করতে দেখেছো। (বুখারী ৬০৩)

সঠিক অযুর পদ্ধতি

ছলাত আদায়ের পূর্বে আমাদেরকে অবশ্যই অযু করতে হবে। তেমন ভাবে অযু করতে হবে যেমন ভাবে অযু করতে আল্লাহ তা'য়ালা আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ؕ

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা ছলাত আদায়ের ইচ্ছা পোষণ করবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ধৌত করো। তোমাদের হস্ত সমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করো, এবং তোমাদের মাথা মাছেহ করো ও তোমাদের পা সমূহ টাখনু পর্যন্ত ধৌত করো। (সূরা মায়িদা, আ: ৬)

মহান আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ অনুযায়ী আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর অযুর নিয়ম, অযু করার সময় মুখে উচ্চারণ করে অযুর নিয়ত করা সুন্নাহ বিরোধী। কেননা, আল্লাহর রসূল (ﷺ) মুখে উচ্চারণ করে কোন নিয়ত বলেন নি। অবশ্যই অযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে অযু শুরু করতে হবে। যার প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন,

لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

ঐ ব্যক্তির ছলাত আদায় হয় না, যে পূর্ণাঙ্গ ভাবে অযু করে না এবং ঐ ব্যক্তির অযু হয় না, যে অযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে না। (আবু দাউদ ১০১; ইবনে মাজাহ ৩৯৯; তিরমিযী ২৫; নাসায়ী ৭৮)

মাসআলা:- অযুর শুরুতে মুখে শব্দ করে 'বিসমিল্লাহ' বলা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। কোন কারণবশত বাথরুমে ট্যাপের পানিতে অযু করার সময় মনে মনে "বিসমিল্লাহ" পাঠ করতে হবে।

উপরে উল্লেখিত হাদিছে আল্লাহর রসূল (ﷺ) অযুর শুরুতে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত বলার বদলে "বিসমিল্লাহ" পাঠ করতে আদশে দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ অযুর সঠিক নিয়মটা জানা অতি প্রয়োজন। পূর্ণাঙ্গ অযুর সঠিক নিয়মের প্রসঙ্গে আমর ইবনে আবী হাসান (رحمه الله) বলেন,

هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ

একদা আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (رضي الله عنه) এর কাছে আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর অযু সম্পর্কে জানতে চাইলে, তিনি পানির পাত্র নিয়ে আসতে বললেন। অতঃপর তিনি লোকদের আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর অযুর ন্যায় অযু করে দেখালেন। প্রথমত: তিনি পানির পাত্রটি কাত করে তা হতে হাতের তালুতে পানি নিয়ে তিন বার করে হাত ধৌত করলেন। তারপর পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তিনবার করে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং নাক ঝাড়লেন। তারপর পাত্রে হাত ঢুকিয়ে তিনবার করে মুখমন্ডল ধৌত করলেন। উভয় হাত একবার মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে পেছন দিকে এবং পেছন থেকে সম্মুখের দিকে আনলেন। তারপর পদদ্বয় গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করলেন। (বুখারী ১৮৬, মুসলিম ৪৫১, আবু দাউদ ১১৮, ইবনে মাজাহ ৪৩৪, নাসায়ী ৯৮)

উল্লেখিত অযুর পদ্ধতিতে মাথা মাসেহর পর একই সঙ্গে ভিজা শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভেতর অংশে ও বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা কানের পিঠ মাসেহ করা যাবে। (ইবনে মাজাহ ৪৩৯)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ

অযুর শেষে বাম হাতের কিছু পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দিতে হবে (এটি সুন্নাহ)। (আবু দাউদ ১৬৭, ইবনে মাজাহ ৪৬১)

উল্লেখ্য যে, অযুর অঙ্গগুলো এক, দুই, তিনবার ধৌত করা যাবে। তার বেশি ধৌত করা যাবে না এবং অযুর পরের নিম্নে উল্লেখিত দু'আ পাঠ করতে হবে-

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অযুর শেষে এই কালিমা পাঠের প্রসঙ্গে উমর ইবনে খত্তাব (رضي الله عنه) বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ"

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে কোন মুসলমান ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে, এরপর এই কালিমা পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে। (ইবনে মাজাহ ৪৭০, মুসলিম ৪৪৭, আবু দাউদ ১৬৯)

বহুল প্রচলিত কথা- আকাশের দিকে তাকিয়ে দু'আ পড়ার কথা মিথ্যা।

ছলাত আদায়ের জন্য কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হবে

বহুল প্রচলিত কথা- ছলাত আদায়ের সময় তাকবীরে তাহরিমার পূর্বে জায়নামাজের দু'আ পাঠ করার কথা ভিত্তিহীন এবং সুন্নাহ বিরোধী।

মাসআলা: কোন কারণবশত শুয়ে / বসে ছলাত আদায় করা যাবে।

ছলাত আদায়ের নিয়ত

ছলাত আদায়ের সময় মুখে উচ্চারণ করে (নাওয়াইতুআন ....) বলে নিয়ত করা সুন্নাহ বিরোধী। যেহেতু যখন যেই ওয়াক্তের ছলাত আদায় করবে, তখন সেই ওয়াক্তের ছলাতের সংকল্প, ইচ্ছা, (নিয়ত) মনে মনেই হয়ে যায়। যার প্রসঙ্গে ওমর ইবনে খত্তাব (رضي الله عنه) বলেন,

يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. رضى الله عنه. عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "

আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মানুষের সকল কাজ নিশ্চিত ভাবে তার নিয়ত অনুসারেই হয়ে থাকে। আর মানুষ যা নিয়ত করে তার তাই হাসিল হয়। সুতরাং, যার হিজরত দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হয়, তা সে পেয়ে থাকে, আর যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করা হয়, তা হলেও তার হিজরত সে অনুসারেই হয়ে থাকে। (বুখারী ১, নাসায়ী ৭৫)

আসুন, একটু ভালো ভাবে বুঝে নেই, তাহলে উক্ত হাদিছে বর্ণিত নিয়তের সঠিক অর্থ কি। সহীহ বুখারী প্রথম হাদিছে উল্লেখ আছে- উমর ইবনে খত্তাব (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, মানুষের সকল কাজ নিশ্চিত ভাবে তার নিয়ত অনুসারেই হয়ে থাকে। আর মানুষ যা নিয়ত করে তার তা-ই হাসিল হয়।
যেহেতু নিয়তের কথা বর্ণিত আছে, তা হলে মুখে নিয়ত পড়া যাবে না কেন? তাহলে একটু বুঝে নেই, এই নিয়তের সঠিক ব্যাখ্যা কী?

ছাহাবারা (رضي الله عنه) কী কখনো নামাজের সময় নিয়ত পড়তেন?
আল্লাহর রসূল (ﷺ) কী (নাওয়াইতুআন..........) পড়তেন?

নিয়তের অর্থ- নিয়ত আরবী শব্দ, যার বাংলা অর্থ ইচ্ছে করা, মনস্থ করা, সংকল্প করা। (মুনাজিদ পৃ: ৮৪৯, ফাতহুল বারী পৃ: ১৭)

নিয়তের গুরুত্ব- শরিয়তে নিয়তের গুরুত্ব অপরিহার্য। ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির আমল আল্লাহর নিকট গ্রহনীয় হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার নিয়ত সঠিক না করে। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে না করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

তাদেরকে এছাড়া আর কোন নির্দেশ করা হয় নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে। (সূরা বাইয়িনাহ, আ: ৫)

উক্ত আয়াত ও হাদিছ দ্বারা প্রমানিত হয় যে, হাদিছে নিয়ত পড়া নয়, বরং নিয়ত করা বা কোন উদ্দেশ্যকে বুঝিয়েছে। যেমন হিজরত অর্থ: ইসলামের বিধিবিধান পূর্ণরূপে পালন করা যায় না, অর্থাৎ পালন করতে বাঁধা দেয়। এমন অঞ্চল ছেড়ে সে অঞ্চলে চলে যাওয়া, যেখানে বিনা বাঁধায় ইসলামের সকল বিধান পালন করা যায়। এক কথায়, কুফরের অঞ্চল ত্যাগ করে ঈমানের অঞ্চলে চলে যাওয়া। (ফাতহুল কাবীর পৃ: ২১)

তাই কোন ব্যক্তি যদি এ কারণে দেশ ত্যাগ করে যে, সে যেখানে যাচ্ছে সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য হল কোন রমণীকে বিবাহ করা বা দুনিয়াবী কোন সুখ-শান্তি অর্জন করা, তা হলে সে তাই পাবে। হিজরত করার ফলে সে কোন নেকি পাবে না। যদি সে ঈমান বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হিজরত করতো, তা হলে সে নেকী পেত। কাজ একই কিন্তু নিয়তের পরিবর্তনের কারণে নেকী পাওয়া আর না পাওয়া নির্ভর করছে।

আমি এখানে ছোট একটি উদাহরণ দিচ্ছি যেন, সকলের জন্যই বুঝতে সহজ হয়। বুঝানোর ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নিজেও উদাহরণ দিয়েছেন, মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ

নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না, মশা বা তদপেক্ষা তুচ্ছ বস্তুর উদাহরণ প্রদান করতে। (সূরা বাকারহ, আ: ২৬)

ধরুন, কোন এক ব্যক্তি মাসজিদে নামাজ পড়তে যাচ্ছে খুব সুন্দর একটি পাঞ্জাবী পরে, গায়ে আতর মেখে এই নিয়তে যে, তার সুন্দর পাঞ্জাবী ও খুশবুদার আতর দ্বারা সে লোকদের দৃষ্টিতে পড়বে ফলে লোকজন তাকে নামাজি বলবে। এই নিয়তে নামাজ পড়লে সে একটি নেকিও পাবে না বরং সে গোনাহগার হবে। পক্ষান্তরে সেই ব্যক্তি যদি মাসজিদে নামাজ পড়তে যায় এই নিয়তে যে, সে কেবল একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্টি করবে। লোকজন কে দেখানোর জন্য নয়, তা হলে সে ঐ নামাজে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান পাবে, ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۶۲﴾

বলুন, আমার ছলাত আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য। (সূরা আনআম, আ: ১৬২)

■ প্রকৃত নিয়ত কী?

ইবনুল কাইয়ুম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

إِنَّمَا النِّيَّةُ إِرَادَةُ الشَّيْءِ وَعَزْمُهُ، وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ، وَلَا تَعَلُّقَ لَهَا بِاللِّسَانِ، وَلِهَذَا لَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفٍ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَا أَصْحَابُهُ

নিয়ত হচ্ছে কোন কিছু করা ইচ্ছে করা, সংকল্প করা। নিয়তের স্থান হচ্ছে অন্তর, জবানের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই এ কারণে না নাবী (ﷺ) হতে। আর না কোন ছাহাবী হতে নিয়তের শব্দ "(নাওয়াতুআন ....)" বর্ণিত হয়েছে। (ইগাসাতুল লাহফান ১/২১৪)

প্রিয় বন্ধুগণ, হয় প্রকৃত পক্ষে নিয়তের স্থান অন্তরে মুখে বলা বা পড়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলছি, আপনার গ্রামে কোন এক মাসজিদের উন্নতি কল্পে জালসা হচ্ছে। আপনি জালসার আগত আলেমদের আলোচনা শোনার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলেন, সাথে একশত টাকা নিলেন, সভা শেষে ১০০ টাকা দান করে বাড়ি ফিরলেন। এখন বলুনতো আপনি যে এই নেকীর কাজটি করলেন এর জন্য কি আপনাকে মুখে আরবী বা বাংলায় এরূপ বলতে হলো কি? যে আমাদের গ্রামে মাসজিদের উন্নতি কল্পে আয়োজিত জালসায় আগত উলামাদের আলোচনা শোনার উদ্দেশ্যে এবং একশত টাকা দান করার উদ্দেশ্যে জালসা শুনতে উপস্থিত হলাম বা হতে যাচ্ছি। যদি কেউ এরূপ বলে, তখন আপনিই তাকে মাথা খারাপ বলে মন্তব্য করবেন। কাজেই আসুন, মুখে নিয়ত উচ্চারণ না করে অন্তরে করি। সেই ভাবেই নামাজ পড়ি, যেইভাবে আল্লাহর রসূল (ﷺ) পড়েছেন এবং আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

জামায়াতে ছলাত আদায়

জামায়াতবদ্ধ ভাবে ছলাত আদায়ের প্রধান শর্ত কাতার সোজা করা। ইমাম সাহেব পাঁচ ওয়াক্ত ছলাতেই মুছল্লিদের দিকে মুখ করে তিন বার কাতার সোজা করার আদেশ দিবেন। কাতার সোজা কারার প্রসঙ্গে হযরত নুমান ইবনে বশির (رضي الله عنه) বলেন,

قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ". ثَلاَثًا "وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ". قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ

আল্লাহর রসূল (ﷺ) ছলাতে উপস্থিত লোকরদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিন বার বললেন, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করো। আল্লাহর শপথ অবশ্যই তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে দাঁড়াও। অন্যথায়, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে মতবিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন। বর্ণনা কারী বলেন, অতঃপর আমি লোকদেরকে দেখলাম যে, তারা তার সঙ্গীর কাধের সাথে কাঁধ, হাটুর সাথে হাটু, টাকনুর সাথে টাকনু এবং গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়ালেন। (আবু দাউদ ৬৬২; ইবনে খুজাইমা ১৬০; ইবনে হিব্বান ৮; মুসনাদে আহমাদ ১৮৪৩০; একই রকম হাদিস- বুখারী ৭১৭, ৭১৮, ৭২৩, ৭২৫; মুসলিম ৮৫৮, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩; আবু দাউদ ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩; তিরমিযী ২২৭; মিশকাত ১০৮৫, ১০৮৭, ১০৯১)

প্রচলিত কথা- দুইজন মুসল্লির মাঝে আধহাত বা চার আঙ্গুল ফাঁকা রাখা ভিত্তিহীন ও সুন্নাত বিরোধী।

কাতারে দুইজন মুসল্লির মাঝে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ানোর ফজিলত সম্পর্কে হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়র (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়াবে তার এ আমলের বিনিময়ে আল্লাহ তা'য়ালা তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন ও জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরি করে দিবেন। (মুছান্নাফ ইবনু

আবী শায়বা, হা/৩৮৪৪; তারগীব, হা/৫০৫; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৮৯২)। আল্লাহর রসূল (ﷺ) আরো বলেছেন, ‘কোনো বান্দা যখন কাতারের সাথে মিলে দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ তার মর্যাদাকে উঁচু করে দেন এবং ফেরেশতাগণ তার উপর কল্যাণ ছড়িয়ে দেন’ (সিলসিলা ছহীহা, ২৫৩২ নং হাদীছের অধীনে)

ছলাত আদায়ের জন্য ইকামাত

জামায়াতে ছলাত আদায়ের আহবান জানিয়ে, মুয়াজ্জিন ইকামত বলবে। হযরত আনাস (رضي الله عنه) বলেন,

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ ا لأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ ا لإِقَامَةَ إِلاَّ ا لإِقَامَةَ

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বিলাল (رضي الله عنه) কে আযানে শব্দগুলো দুইবার ও ইকামাতের শব্দগুলো একবার করে দিতে আদেশ করেছেন। আর ‘‘ক্বদ ক্ব-মাতিছ ছলাত’’ দুই বার বলতে বলেছেন। (বুখারী ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০; মুসলিম ৭২২, ৭২৩, ৭২৫)

বি: দ্র: বর্তমান সমাজে প্রচলিত হুবহু আজানের মত ইকামত দিতে হবে এটা সঠিক নয়।

- **সঠিক ইকামতের উচ্চারণ সমূহ:**

الله أكبر الله أكبر

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

حَيَّ عَلَى الصَّلَاة

حَيَّ عَلَى الْفَلَاح

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاة

الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا الله

ইকামাত শেষে ইমাম সাহেব তাকবীরে তাহরিমা বলবে। এ সময় হাত কান অথবা কাঁধ বরাবর তুলতে হবে। যার প্রসঙ্গে হযরত সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে,

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ

আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখন তাকবীরে তাহরিমা বাঁধতেন তখন উভয় হাত তার কাঁধ বরাবর উঠাতেন। (বুখারী ৬৯৯,৭০০,৭০১)

অতঃপর বুকের উপর হাত বাঁধতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত তাউস (رضي الله عنه) বলেন,

عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ

আল্লাহর রসূল (ﷺ) ছলাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন এবং উভয় হাতকে শক্ত করে ধরে বুকের উপর রাখতেন। (আবু দাউদ ৭৫৯; ইবনে খুজাইমাহ ৪৭৯; বুখারী ৭০৪)

বিঃ দ্রঃ প্রচলিত নিয়ম নাভির নিচে হাত বাঁধার হাদিছগুলো দুর্বল এবং সন্দেহযুক্ত।

ছলাতে ইমামের সাথে মুখে তাকবীর উচ্চারণ করা ওয়াজিব! এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ "

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে তার ইকতেদা করার জন্যই। তাই ছলাত শুরু করার সময় ইমাম যখন তাকবীর বলবে, তোমরাও তার সাথে তাকবীর বলবে। (বুখারী ৬৯৮)

ছলাত প্রারম্ভে ছানা পাঠ

ছলাতের শুরুতে তাকবীরে তাহরিমা বাঁধার পর ছানা পাঠ করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বলেন,

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً ـ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً ـ فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ " أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ "

আল্লাহর রসূল (ﷺ) ছলাতে তাকবীরে তাহরিমা এবং ক্বিরআত পাঠের মাঝখানে সামান্য কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। এক সময় আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। তাকবীরে তাহরিমা এবং ক্বিরআত পাঠের মাঝখানে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে আপনি কী পাঠ করেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তখন এই দু'আ পাঠ করি।

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার মধ্যে এবং আমার গোনাহের মধ্যে এমন ভাবে দূরত্ব করো যেমন মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যকার দূরত্ব। হে আল্লাহ! সাদা কাপড় যেমনি ভাবে ময়লা থেকে পবিত্র হয়। আমাকেও তেমনি ভাবে গোনাহ থেকে পবিত্র করো। হে আল্লাহ! আমার গোনাহ সমূহ পানি, বরফ এবং ঠান্ডা দ্বারা ধৌত করে দাও। (বুখারী ৭০৮; মুসলিম ৫৯৮)

অন্য হাদিছে এসেছে-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসাসহ আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম বরকতময়, তোমার সম্মান অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। (মুসলিম ৩৯৯; আবী শায়বাহ ২৩০,৫৩৬; ইবনে খুজাইমাহ ৪৭১)

ছানা পাঠের পর নিরবে পাঠ করতে হবে

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থঃ আমি বিতারিত শয়ত্বান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। (সূরা নামল, আ: ৯৮; আবু দাউদ ৭৭৫)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

অর্থঃ পরম করুনাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। (নাসায়ী ৭; ইবনে খুজাইমাহ ২৪৯)

ছলাতে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক

ছলাতে ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্যই সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব! যা না পাঠ করলে ছলাতই হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"

যে ব্যক্তি ছলাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার ছলাতই হলো না। (বুখারী ৭২০; মুসলিম ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬৩, ৭৬৪; তিরমিজি ২৪৭; ইবনে মাজাহ ৮৩৭, ৮৩৯; নাসায়ী ৯১০)

অনেকেই উক্ত হাদিছের মনগড়া ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, এ হুকুম শুধু ইমাম ও একাকীর জন্য। মুক্তাদীর জন্য নয়। ভ্রান্ত মতবাদের জবাবে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন,

قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ

এই সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কোন কিরআত ইমামের পিছনে পাঠ করবে না। কেননা যে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন না তার ছলাত হয় না। (বুখারী ৭৩৬; তিরিমিযী ৩১১; আবু দাউদ ৮২৩; নাসায়ী ৯২০)

সুতরাং ইমাম জোরে বা আস্তে যে ভাবেই ফাতিহা পড়ুক না কেন, মুক্তাদীকে সকল ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে পড়তে হবে। এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বলেন,

يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ " . قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ . قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ .

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ছলাত পড়বে আর তার ভেতরে সূরা ফাতিহা পড়বে না তার ছলাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ। আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) কে বলা হলো, আমরা ইমামের পেছনে থাকি তাও কি পড়া লাগবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আস্তে আস্তে পড়বে। (মুসলিম ৭৬২; আবু দাউদ ৮২১, ৮২৪, ৮২৫, ৮৩৪; ইবনে মাজাহ ৮৩৮; নাসায়ী ৯০৯)

বিঃ দ্রঃ যারা বলে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া লাগবে না, তাদের কথা ভিত্তিহীন ও মনগড়া।

সূরা ফাতিহার শেষে উচ্চ স্বরে আমিন বলা

সূরা ফাতিহার শেষে জোরে আমিন বলা সুন্নাত। আতা (رحمه الله) বলেন,

بَابُ جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ وَقَالَ عَطَاءٌ: «آمِينَ دُعَاءٌ» أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «يُنَادِي الإِمَامَ لاَ تَفُتْنِي بِآمِينَ» وَقَالَ نَافِعٌ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَدَعُهُ وَيَحُضُّهُمْ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا»

আমিন হলো দু'আ। তিনি আরো বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (رضي الله عنه) ও তার পিছনের মুসল্লিগণ এমন ভাবে আমিন বলতেন যে, মাসজিদে গুম গুম আওয়াজ হতো। আবু হুরাইরা (رضي الله عنه) ইমামকে ডেকে বলতেন, আমাকে আমিন বলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবেন না। নাফি (رحمه الله) বলেন, ইবনে ওমর (رضي الله عنه) কখনোই আমিন বলা ছাড়তেন না। বরং উৎসাহিত করতেন। আমি তার কাছ থেকে হাদিছ শুনেছি। (বুখারী ২য় খন্ড ৫০২, ৭৪৪, ৫০৫)

অতএব আমিন যদি জোরেই না বলতো তাহলে মাসজিদে কিভাবে গুম গুম শব্দ হতো। এটাতো বুঝেই আসে না। অথচ আজকে মাযহাব পূজারীরা জোরে আমিন বলতে বাঁধা প্রদান করছে। নিঃসন্দেহে এটা ইহুদীদের কাজ ব্যতীত আর কিছুই না। এ প্রসঙ্গে আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন,

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ইহুদীরা তোমাদের অন্য কোন ব্যাপারে এতোটা হিংসিত হয় না যতটা তোমাদের ছলাতে আমিন বলার ব্যাপারে হয়। (ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, হা ৮৬৫, পৃ: ৬২)

যারা ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) এর দোহাই দিয়ে আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর হাদিছকে অস্বীকার করছেন। তাদের জানা প্রয়োজন ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) এর ফিকাহ গ্রন্থে জোরে আমিন বলার হুকুম রয়েছে।

ক। ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) বলেন, মুক্তাদীগণ ইমামের আমিন শুনে আমিন বলবে। (দুররে মুখতার; গায়াতুল আওতার, ১ম খন্ড, ২২৯ পৃ:)

খ। ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) বলেন, প্রকাশ্য আমিন বলার হাদিছ সহীহ ও মজবুত। (আয়নুল হেদায়া, ১ম খন্ড ৩৬৫ পৃ:, নুরুল হেদায়া, ৯৭ পৃ:)

গ। তিনি আরো বলেন, দুই একজনের আমিন শুনলে তাকে প্রকাশ্য বলা হয় না। বরং সকল মুসল্লিকে শুনতে হবে। (গায়াতুল আওতার ১৪ খন্ড, ২৪৯ পৃ:, হাক্বিক্বতুল ফিকাহ, ১৮৮ পৃ:)

ঘ। ভারত বর্ষের শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (رحمه الله) জোরে আমিন বলতেন। (তানবীরুল আয়নায়েন, ৪১ পৃ:)

ঙ। বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী (رحمه الله) জোরে আমি বলতেন। (শুনইয়াতুন তালেবীন, ১১ পৃ:)

- **আল্লাহর রসূল (ﷺ) ছলাতে সূরা ফাতিহার শেষে জোরে আমিন বলতেন**

আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " آمِينَ "

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, ইমাম যখন আমিন বলবে তখন তোমরাও আমিন বলবে। কেননা, যে ব্যক্তির আমিন ফেরেস্তাদের আমিন বলার সাথে মিলবে তার পেছনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। ইবনে শিহাব (رحمه الله) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) সূরা ফাতিহা শেষে আমিন বলতেন। (বুখারী ৭৮০)

ওয়াইল বিন হুজর (رضي الله عنه) বলেন,

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ) فَقَالَ " آمِينَ " . وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ

আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে গইরিল মাগদুবী আলাইহিম ওয়ালদ্দল্লিন পাঠ করতে এবং আমিন বলতে শুনেছি। আমিন বলতে গিয়ে তিনি নিজের কন্ঠস্বর দীর্ঘ ও উচ্চ করলেন। (তিরমিযী ২৪৮; আবু দাউদ ৯৩২)

সূরা ফাতিহা শেষে ইমাম সাহেব অন্য কোন সূরা বা কিরআত মিলিয়ে পড়বে এবং মুক্তাদীগণ চুপ থেকে তা শুনবে। অতঃপর ইমাম সাহেব তিলাওয়াত শেষে “আল্লাহু আকবার” বলে দু’হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে রফাউল ইয়াদাইন করে রুকুতে যাবে। অতঃপর রুকুর দু’য়া পাঠ করবে। তারপর রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে প্রশান্তির সাথে দাঁড়াতে হবে এবং দু’হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে রফাউল ইয়াদাইন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ

আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে দেখেছি, তিনি যখন ছলাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন এবং যখন তিনি রুকুর জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন। আবার যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও তিনি এরূপ করতেন এবং সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ বলতেন, তবে সিজদার সময় এরূপ করতেন না। (বুখারী ৬৯৯, ৭০০, ৭০১)

অতএব, রফাউল ইয়াদাইন করা সুন্নাত এবং তা না হলে গোনাহগার হতে হবে। রফাউল ইয়াদাইন না করার ব্যাপারে প্রচলিত গল্প ভিত্তিহীন ও সুন্নাহ বিরোধী।

অনেকেই আবার রফাউল ইয়াদাইন না করার ব্যাপারে ইমামের দোহাই দেন। তারা বলেন, আমাদের মাযহাবের ইমাম রফাউল ইয়াদাউন করতে নিষেধ করেছেন। অথচ আমি পূর্বেই ইমামদের উক্তি উল্লেখ করেছি। ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি আমার দলীল জানে না, তার জন্য আমার দোহাই দ্বারা ফতুয়া দেওয়া হারাম। (আন-নাফিউল কাবির, পৃ: ১৩৫)

রফাউল ইয়াদাইন সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) এর ছাত্রদের মতামত

ক। ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) এর ছাত্র মুহাদ্দিস আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, যে রফাউল ইয়াদাইন ত্যাগ করল, সে গুনাহগার হলো। (উমদাতুল ক্বারী, ৫/২৭২)

খ। ভারতবর্ষের ইমাম আবু হানিফা উপাধী প্রাপ্ত আলেমে দ্বীন, শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, রফাউল ইয়াদাইন করা আবশ্যকীয়। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, পৃ:১০)

গ। আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যারা এ কথা বলেন যে, তাকবীরে তাহরিমা ছাড়া রফাউল ইয়াদাইন করা রহিত হয়ে গেছে। তাদের

ঐ দাবি দলিল বিহীন এবং ভিত্তিহীন। (শারহ ইবনে মাজাহ, মিশরী ছাপা প্রথম খন্ড, ১৪৬ পৃ: টিকা)

ঘ। মোল্লাহ আলী ক্বারী (رحمه الله) বলেন, রফাউল ইয়াদাইন না করার সম্পর্কে যে হাদিছ বর্ণিত হয়েছে তা মিথ্যা। (আতে কাবীর, পৃ: ১১০)

ঙ। বড় পীর শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী (رحمه الله) ছলাতের সুন্নাত সমূহের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ছলাত শুরু করার সময়, রুকুতে যাবার সময়, রুকু থেকে উঠার সময় রফাউল ইয়াদাইন করা সুন্নাত। (গুনিয়াতুল তালেবিন, পৃ: ১০)

রফাউল ইয়াদাইনের গুরুত্ব ও ফজিলত

ক। ইবনু উমার (رضي الله عنه) বলেন, রফাউল ইয়াদাইন হচ্ছে ছলাতের সৌন্দর্য। প্রত্যেক রফাউল ইয়াদাইনের বদলে দশটি করে নেকি রয়েছে। (আল্লামা আইনী (رحمه الله) এর উমদাতুল কারী, ৫/২৭২)

খ। উকবা ইবনু আমির (رضي الله عنه) বলেন, যে ব্যক্তি রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় রফাউল ইয়াদাইন করে; তার জন্য রয়েছে প্রত্যেক ইমারার বিনিময়ে দশটি নেকী। (বায়হাক্বীর মা'রিফাত ১/২২৫; মাসায়িলে আহমাদ কানজুল উম্মাল)

সুতরাং এই হাদিছ গুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, রফাউল ইয়াদাইন করার কারণে দু'রাকাত ছলাতে ৫০টি নেকি বেশি হয়। তা হলে চার রাকায়াত ছলাতে ১০০ নেকি বেশি পাওয়া যাবে। অতএব হিসাবে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ১৭ রাকায়াত ছলাতে ৪৩০ নেকি বেশি হয়। আর মাসে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ১২,৯০০ টি। তাহলে শুধু রফাউল ইয়াদাইন করার কারণে এক বছরে ১,৫৪,৮০০ টি নেকি বেশি পাওয়া যায়।

বন্ধুগণ, একটু ভেবে দেখুন রফাউল ইয়াদাইন করার কারণে কোন ব্যক্তি শুধু ফরজ ছলাতে এক বছরে এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার আটশত নেকি বেশি লাভ করছে। এছাড়া তো সুন্নাত, নফল, তারাবিহ, তাহাজ্জুদ রয়েছেই। সুতরাং, একটি বার ভেবে দেখুন আমরা যারা রফাউল ইয়াদাইন করছি না, তারা কতো নেকি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি অথচ হাশরের মাঠে সবাইকে মাত্র

একটি নেকির জন্য ছোটাছুটি করতে হবে। আর সেইদিন একটি নেকীরও হিসাব আল্লাহ তা'য়ালা নিবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকেই বোঝার তৌফিক দান করুন। আমিন।

রুকু করার সঠিক নিয়ম

ছলাতের গুরুত্ব পূর্ণ একটি অংশ রুকু, যা মহান আল্লাহ তা'য়ালা ফরজ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿۴۳﴾

তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। (সূরা বাকারহ, আ: ৪৩)

যে ছলাত আদায়কারীর সঠিক ভাবে রুকু করা হয় না। তার ছলাত আদায় হয় না। যার প্রসঙ্গে যায়িদ ইবনে ওয়াহব (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلاً لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم

হুযাইফা (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে রুকু সিজদা ঠিকমত আদায় করছেনা। তিনি তাকে বললেন, তোমার ছলাত হয় নি। যদি তুমি এই অবস্থায় মারা যাও, তা হলে আল্লাহ কর্তৃক মুহাম্মাদ (ﷺ) কে প্রদত্ত আদর্শ হতে বিতারিত অবস্থায় তুমি মারা যাবে। (বুখারী ৭৫৫)

সুতরাং আমাদেরকে ছলাত আদায়ের সময় সঠিক ভাবে রুকু আদায় করতে হবে। তা ব্যতীত কোন নামাজীকেই মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হবে না।

بَابُ اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ

আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখন রুকুতে যেতেন, তখন তিনি রুকুতে তার পিঠ সোজা রাখতেন এবং দু'হাত দিয়ে উভয় হাটুতে ভর দিয়ে রাখতেন। (বুখারী পরিচ্ছেদ ৫১০, ৫১২)

باب الاِطْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَوَى جَالِسًا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ

রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর স্থির হয়ে দাঁড়াতে হবে এ প্রসঙ্গে আবু হুমাইদ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) রুকু থেকে উঠে এমন ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যে, মেরুদন্ডের হাড় যথাস্থানে ফিরে আসতো। (বুখারী, পরিচ্ছেদঃ ৫১৮)

রুকুর তাসবিহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

অর্থঃ আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (মুসলিম ১৬৮৪; আবু দাউদ ৮৭১; নাসায়ী ১৬৬৭)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু! তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি, তোমার প্রশংসাসহ হে আল্লাহ! আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। (বুখারী ৮১৭, আ. প্র. হা: ৭৭২, মুসলিম ইস. সে. হা: ৯৭৮) [আল্লাহর রসূল (ﷺ) সূরা আন-নাসর নাযিল হওয়ার পর থেকে এই তাসবিহ পড়তেন।]

রুকু হতে দাঁড়ানোর তাসবিহ

ইমাম সাহেব বলবে-

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রসংশা করেন আল্লাহ তার প্রশংসা শুনেন। (বুখারী ৬৯৬, ৬৯৭, ৬৯৮; মুসলিম ৭৫২)

মুছল্লীগণ রুকু থেকে দাড়িয়ে বলবে-

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক যাবতীয় প্রশংসা তোমারই জন্য। (বুখারী ৬৯৭; মুসলিম ৭৫২)

অথবা বলবে-

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক, তোমার জন্য প্রচুর ও পবিত্র প্রশংসা, তোমার প্রশংসার মধ্যে বরকত আছে। (বুখারী ৭৬৩)

সিজদাহর সঠিক নিয়ম

ছলাত আদায়ে রুকুর ন্যায় সিজদাও একটি অন্যতম ফরজ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۷۷﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু করো, সিজদা করো এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর। (সূরা হজ্জ, আ: ৭৭)

সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটু রাখার আগে মাটিতে হাত রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে নাফি (رضي الله عنه) বলেন,

عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِوَضْعِ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَكَانَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ يَصْنَعُ ذَلِكَ

ইবনে উমর (رضي الله عنه) সিজদায় যাওয়ার সময় হাটু রাখার আগে হাত রাখতেন। (ত্বাহাবী হা/১৪০৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৬২৭; মুস্তাদরাক হাকেম হা/৮২১; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২৭৪৪; আলবানী, মিশকাত ১ম খন্ড, পৃঃ ২৮২, টীকা নং ১)

যেহেতু সিজদা ফরজ আল্লাহর হুকুম। সেহেতু সিজদা নিজের ইচ্ছে মতো আদায় করলে ছলাত আদায় হবে না বরং ফরজ আদায় না করার কারণে গুনাহগার হতে হবে। কাজেই আল্লাহর রসূল (ﷺ) যেই ভাবে সিজদার নিয়ম শিখিয়েছেন ঠিক সেই ভাবেই সিজদা দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, আমি সাতটি অঙ্গের দ্বারা এবং তিনি হাত দিয়ে নাকের প্রতি ইশারা করে এর অর্ন্তভূক্ত করেন। আর দু'হাত, দু'হাটু, দু'পায়ের আঙ্গুল সমূহ দ্বারা। আর আমরা যেন চুল ও কপাল না গুটাই। (বুখারী ৭৭২,৭৭৫) একটু ধীরস্থীর ভাবে সিজদাহ দিয়ে দু'সিজদাহর মাঝখানে বসতে হবে।

সিজদাহর তাসবিহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى

অর্থঃ আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (মুসলিম ১৬৮৪; আবু দাউদ ৮৭১; নাসায়ী ১৬৬৭)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের প্রভু! তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি, তোমার প্রশংসাসহ হে আল্লাহ! আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। (বুখারী ৮১৭, আ. প্র. হা: ৭৭২, মুসলিম ইস. সে. হা: ৯৭৮) [আল্লাহর রসূল (ﷺ) সূরা আন-নাসর নাযিল হওয়ার পর থেকে এই তাসবিহ পড়তেন।]

দু'সিজদার মাঝখানের তাসবিহ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর রহম কর, আমাকে সুস্থ শান্তিতে রাখ, আমাকে হিদায়াত দান কর ও আমাকে রিজিক দান কর। (আবু দাউদ ৮৫০)

সিজদায় দু'হাতের কুনুই বিছিয়ে না দিয়ে উঁচু করে রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ "

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, সিজদায় অঙ্গ-প্রতঙ্গের সামঞ্জ্য রক্ষা কর এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দু'হাত বিছিয়ে না দেয়। যেমন কুকুর বিছিয়ে দেয়। (বুখারী ৭৮৪)

সিজদার পর বেজোড় রাকাতে সরাসরি না দাঁড়িয়ে একটু স্থির হয়ে বসা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে মালিক ইবনে হুরাইস, লাইসী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে,

قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا

তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে ছলাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি তার ছলাতের বেজোড় রাকায়াতে সিজদা থেকে উঠে না বসে দাঁড়াতেন না। (বুখারী ৭৮৫, ৭৮৬)

তাশাহুদে বসার পদ্ধতি

তাশাহুদে বসার ব্যাপারে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ.. وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ

তিনি আল্লাহর নাবী (ﷺ) এর এক দল ছাহাবীদের সঙ্গে বসা ছিলেন, তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ) এর ছলাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন আবু হুমাইদ সাইদী (رضي الله عنه) বলেন, আমিই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর ছলাত সম্পর্কে বেশি স্মরণ রেখেছি। আমি তাকে দেখেছি ছলাত শুরু করার সময় তিনি তাকবীর বলে দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর যখন রুকু করতেন তখন দু'হাত দিয়ে হাটু শক্ত করে ধরতেন এবং পিঠ সমান করে রাখতেন। তারপর রুকু থেকে মাথা সোজা করে দাঁড়াতেন যাতে

মেরুদন্ডের হাড়গুলো স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসত। এরপর যখন সিজদা করতেন তখন দু'হাত সম্পূর্ণ ভাবে মাটির উপর বিছিয়ে দিতেন না। আবার গুটিয়ে ও রাখতেন না এবং তার উভয় পায়ের আঙ্গলির মাথা কেবলামুখী করে দিতেন। যখন দু'রাকায়াতে বসতেন, তখন বাঁ পা বিছিয়ে দিতেন, ডান পা খাড়া করে দিতেন এবং যখন শেষ রাকায়াতে বসতেন, তখন বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসতেন। (বুখারী ৭৯০)

প্রথম বৈঠক শুধু আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করাই যথেষ্ট, শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু ও অন্যান্য দু'আ সমূহ।

আত্তাহিয়্যাতু

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থঃ মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্ত ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নাবী আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর ও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও রসূল। (বুখারী ৭৯৩, ৭৯৬)

দুরুদ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

অর্থঃ হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তার পরিবার বর্গের উপর শান্তি বর্ষণ করো। যেমনটি ইবরাহীম (আ:) ও তার পরিবার বর্গের উপর শান্তি বর্ষন করে ছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত। হে আল্লাহ!

তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তার পরিবার বর্গের উপর বরকত দান করো, যে ভাবে ইবরাহীম (আ:) ও তার পরিবার বর্গের উপর বরকত দান করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত। (বুখারী ৫৯১৭)

দুয়া মাছুরা

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অর্থঃ হে আল্লাহ আমি নিজের উপর যুলুম করেছি। তুমি ছাড়া পাপ সমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতএব তুমি আমাকে তোমার পক্ষ থেকে ক্ষমা করো এবং আমার উপর রহমত বর্ষন করো। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু। (বুখারী ৭৯৫; মুসলিম ৬৬২৩; নাসায়ী ১৩০২; ইবনে মাজাহ ৩৮২৫)

বি: দ্র: তাশাহুদের শুরু থেকে সালামের আগ পর্যন্ত তর্জনি আঙ্গুল নাড়াতে হবে। (নাসায়ী ১২৭৭)

মাসআলা : ছলাত আদায়ের সালাম ফিরানোর পূর্বে শুধু আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা ওয়াজিব, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পাঠ করা সুন্নাহ। ছলাত আদায়কারী ব্যক্তি তার পছন্দের যেকোনো উত্তম দোয়া পাঠ করতে পারবে যদি হাদিসের দলিল থাকে। (বুখারী ৭৯৬)

যেমন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

অর্থঃ "কবরের আযাব থেকে, মসীহে দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে ইয়া আল্লাহ! আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ইয়া আল্লাহ্! গুনাহ্ ও ঋণগ্রস্থতা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই। (বুখারী ৭৯৪)

সালাম ফিরানোর পর তাসবিহ ও যিকির সমূহ

ক। একবার আল্লাহু আকবার। (اَللّٰهُ أَكْبَرُ)

অর্থঃ আল্লাহ সবচেয়ে বড়। (বুখারী ৮০২)

খ। তিন বার আস্তাগফিরুল্লাহ। (أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ)

অর্থঃ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। (মুসলিম ১২১০)

গ। আল্লাহুম্মা আনতাস সালা-ম ওয়া মিনকাস সালা-ম, তাবা-রকতা ইয়া যালযালা-লি ওয়াল ইকর-ম।

(اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَا لإِ كْرَامِ)

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি শান্তির প্রতীক আর তোমার থেকেই শান্তির ধারা প্রবাহিত হয়। তুমি বরকত দান কর, হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী। (মুসলিম ১২২২; আবু দাউদ ১৫১২; নাসায়ী ১৩৩৭; ইবনে মাজাহ ৭৫২)

ঘ। সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার (سُبْحَانَ اللّٰهِ)

আলহামদুল্লিাহ ৩৩ বার (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ)

আল্লাহু আকবার ৩৪ বার (اَللّٰهُ أَكْبَرُ)

একবার কালেমায়ে তাওহীদ। (মুসলিম ১২২৮; আবু দাউদ ১১০৪; নাসায়ী ১৩৩৯)

মাসআলা : যে কোন ছলাত আদায়ের পরই এই সকল দু'আ পাঠ করা যাবে। তাছাড়াও কুরআন ও ছহিহ হাদিছে বর্ণিত সকল দু'আ পাঠ করা যাবে, যদি তার নির্ভরযোগ্য দলিল থাকে।

জানাযার ছলাত আদায়ের সঠিক নিয়ম

আমরা মুসলমান হিসেবে অবশ্যই আমাদের জানা দরকার জানাযার ছলাতের সঠিক নিয়ম। জানাযার ছলাত ফরজে কিফায়া, কোন গোত্র বা দল থেকে একজন করে আদায় করলেই আদায় হয়ে যাবে। জানাযার

ছলাতে সকলকেই উপস্থিত থাকা জরুরি নয়, কেন না তা ফরজ না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾

উহাদের (মুনাফিক, কাফের, মুশরিক) মধ্যে কাহারো মৃত্যু হইলে, তুমি কখনো উহার জন্য জানাযা ছলাত আদায় করবে না। (সূরা তাওবাহ, আ: ৮৪)

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা জানাযাকে ছলাত বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং একই আয়াতে তা ফরজে আইন না হবার কথা উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহর রসূল (ﷺ) ও জানাজার ছলাত বলে অভিহিত করেছেন, অথচ তাতে রুকু সিজদা নেই। কাজেই তা ফরজে কিফায়া। (ইবনে মাজাহ ১৫, ১৬; ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৭১, ২৭৯, ২৮৪)

জানাযার ছলাত জামায়াতে আদায় করা সুন্নাত এ প্রসঙ্গে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ

আল্লাহর রসূল (ﷺ) আবিসিনিয়ার বাদশা নাজাশীর জানাজা আদায় করেন। আমি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় কাতারে ছিলাম। (বুখারী ১৩১৭, ১৩২০, ১৩৩৪, ৩৮৭৭, ৩৮৭৮, ৩৮৭৯, মুসলিম ১১/২২, হাঃ ৯৫২, আহমাদ ১৪৮৯৫)

জানাযার ছলাত আদায়ে কম মুসল্লি থাকলে তা সর্ব নিম্ন তিন কাতারে (ভাগ করে) আদায় করা সুন্নাত। (ফাতহুল বারি ৩/২২২; শারুহুল মুনইয়াহ ৫৮৮; হালবাতুল মুজাল্লী ২/৬১৩; রওযাতুত্তালেবীন ২/১৩১)

মাসআলা : যদি মুসল্লি বেশি থাকে তবে জোড় বা বেজোড় একাধিক কাতার করা যাবে। জানাযার ছলাতে কোন ইকামত লাগে না। তবে তা চার তাকবীরে আদায় করতে হয়। এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَصْحَابِهِ النَّجَاشِيَّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا

আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর ছাহাবীগণ তার পিছনে কাতারবদ্ধ হলে তিনি চার তাকবীরে জানাজার ছলাত আদায় করলেন। (বুখারী ১২৩৯, ১২৪০)

عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا . فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ . فَقَالَ لَهُ الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ . فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ احْفَظُوا

মাইয়্যেতির জানাযার ছলাত আদায় করার জন্য মাইয়্যেতিকে কিবলার দিকে রেখে ইমাম সাহেবকে পুরুষ হলে মাথার সোজা এবং মহিলা হলে মাঝ বরাবর দাঁড়াতে হবে। (বুখারী ১২৫১; তিরমিযী ১০৩৪; ইবনে মাজাহ ১৪৯৪)

মাইয়্যেতিকে সামনে রেখে মনে মনে মাইয়্যেতির জানাযার ছলাতের সংকল্প করে প্রথম তাকবীর, তাকবীরে তাহরিমা করে ফরজ ছলাতের ন্যায় হাত বাঁধতে হবে। প্রথমে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজিম ও বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সহ ছলাতের মধ্যে যেই ছানা পাঠ করা হয় সেই ছানা পাঠ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আয়েশা (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল (ﷺ) যখন ছলাত শুরু করতেন এই দু'আ পাঠ করতেন সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবার কাসমুকা, ওয়া তা'য়ালা যাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গইরুক। (আবু দাউদ ৭৭৬; মুসলিম ৩৯৯; ইবনে আবি শায়বাহ ২৩০, ৫৩৫; ইবনে খুজাইমাহ ৪৭১)

যেহেতু আল্লাহ ও তার রসূল (ﷺ) জানাযাকে ছলাত বলে অবিহিত করেছেন, সেহেতু ছলাত আদায়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি ছলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ছলাতই হলো না। (বুখারী ৭২০)

সুতরাং জানাযার ছলাতে প্রথম তাকবীরে ছানা পাঠের পর সূরা ফাতিহা পাঠ করতেই হবে। এ প্রসঙ্গে ত্বলহাহ্ ইবনু 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আওফ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

আমি ইবনু ‘আব্বাস (رضي الله عنه)-এর পিছনে জানাযার ছলাত আদায় করলাম। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন এবং (ছলাত শেষে) বললেন, (আমি এমন করলাম) যাতে সবাই জানতে পারে যে, তা (সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা) জানাযার ছলাত এ সুন্নাত (একটি পদ্ধতি)। অর্থাৎ, আল্লাহর রসূল (ﷺ) জানাযার ছলাতে চার তাকবীর বলতেন এবং প্রথম তাকবীরে সূরা ফাতিহা পড়তেন। (মুসনাদে আহমাদ ১/২০৯; বুখারী ১২৫৪; পরিচ্ছেদ ৮৪৮; গুনিয়াতুত তালেবীন- উর্দু অনুবাদ সহ ১০৫ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় তাকবীরে দুরুদ পাঠ করতে হবে। যে দুরুদ ছলাতের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর পাঠ করা হয়। (বুখারী ৩১২৮)

তৃতীয় তাকবীর দিয়ে মাইয়িতির জন্য দু’আ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়ারা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন যে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَالَ:

<u>اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ</u>

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) ছলাতুজ জানাযায় এই দু’আ পাঠ করতেন। “হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, ছোট-বড়, পুরুষ-নারী এবং উপস্থিত-অনুপস্থিত সকলকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে আপনি যাকে জীবিত রাখবেন তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখেন এবং আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দিবেন তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দিন। হে আল্লাহ! এর সাওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না এবং এরপর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না।” (তিরমিযী ১০২৪; আবু দাউদ ৩২০১; ইবনে মাজাহ ১২১৭, ১৪৯৮)

মাইয়িতি শিশু হলে এই দু'আ পড়তে হবে-

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি এই শিশুকে আমাদের জন্য পূর্বগামী, অগ্রগামী এবং পরকালের পুরষ্কার হিসাবে গণ্য কর। (বুখারী পরিচ্ছেদ ৮৪৮, হাঃ ১২৫৪; সুনানুল কুবরা, বাইহাকী ৬৭৯৪)

চতুর্থ তাকবীর দিয়ে একটু চুপ থেকে ফরজ ছলাতের ন্যায় ডানে ও পরে বামে সালাম ফিরাতে হবে।

মাসআলা : জানাযার ছলাত জোরে ও আস্তে আস্তে দু'ভাবেই পড়া যাবে, জানাযার ছলাতে ফরজ ছলাতের ন্যায় হাত বাধতে হবে এবং চার তাকবীরেই রফাউল ইয়াদাইন করতে হবে।

ঈদের ছলাত আদায়ের সঠিক নিয়ম

ঈদের ছলাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, যা না আদায় করলে গোনাহগার হতে হবে। আল-বারা ইবনু আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ ঈদের দিন খুতবায় বলেছেন:

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا

"আজকের দিনে আমরা প্রথম যে কাজ দিয়ে শুরু করব তা হলো ছলাত আদায় করা। তারপর ফিরে এসে কুরবানি করা। অতঃপর যে ব্যক্তি এভাবে করল, সে আমাদের সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করল।" (সহীহ বুখারী, ইসঃ ফাঃ ৯১৭)

ঈদের দুই রাকাত ছলাত বারো তাকবীরের সহিত আদায় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আয়েশা (رضي الله عنها) বলেন,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا

আল্লাহর রসূল (ﷺ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছলাতে প্রথম রাকায়াতে ৭ বার তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে ৫ বার অতিরিক্ত তাকবীর বলতেন। (আবু দাউদ পরিচ্ছেদ ২৫১, হাঃ ১১৪৯; ইবনু মাজাহ ১২৮০; আহমাদ ৬/৭০)

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

আমর ইবনু আওফ আল-মুযানী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, নবী (ﷺ) ছলাতুল ঈদে তাকবীর পাঠ করতেন প্রথমে রাকআত কিরআতের পূর্বে সাত তাকবীর; দ্বিতীয় রাকআতে কিরআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর। (ইবনু মাজাহ ১২৭৯, তিরমিজী ইসঃ ফাঃ ৫৩৬)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) ঈদের ছলাত আদায়ের জন্য ঈদগাহে গিয়ে সর্ব প্রথম দু'রাকাত ছলাত আদায় করতেন, তার পর খুৎবাহ পাঠ করতেন। এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ

নাবী (ﷺ) এর সঙ্গে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহারের দিন বের হলাম তিনি সর্বপ্রথম ছলাত আদায় করলেন, তারপর খুৎবা দিলেন। (বুখারী ৯২৪, ৯২৬, ৯২৭, ৯৩১, ৯৩২, ৯৩৩)

বিঃ দ্রঃ ঈদের ছলাতের পূর্বে কোন বক্তব্য রাখা সুন্নাহ বিরোধী। (বুখারী ৯০৮) ঈদের ছলাতের পরে এক খুৎবা দিতে হবে। দুটি খুৎবা দেওয়ার প্রচলন ভিত্তিহীন।

ঈদের ছলাত শুধুমাত্র দু'রাকায়াত, তার আগে ও পরে ছলাত আদায় করা দলিল বিহীন। এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত,

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلاَلٌ

নাবী (ﷺ) বিলাল (رضي الله عنه) কে সঙ্গে নিয়ে ঈদুল ফিতরের দিন বের হয়ে দু'রাকায়াত ছলাত আদায় করেন। তিনি এর আগে ও পরে কোন ছলাত আদায় করেননি। (বুখারী ৯৩৬, পরিচ্ছেদ ৬২৭)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) ঈদের ছলাত আদায় করে বাড়িতে ফেরার পথে ভিন্ন পথে যেতেন (বুখারী ৯৩৪)। ফরজ ছলাতের মত, দুই ঈদের ছলাতের আযান ইকামাতের প্রয়োজন নেই এবং তা আযান ইকামত ছাড়াই খোলা ময়দানে আদায় করতে হবে। কোন কারণ ছাড়া বড় মাসজিদ অথবা চতুর্দিকে ঘেরা কোন ঈদগাহে ঈদের ছলাত হবে না, ঈদের ছলাতে ফরজ ছলাতের ন্যায় সূরা ফাতিহা ও ক্বিরআত পাঠ করতে হবে। যদি কারো ঈদের ছলাতের এক রাকাত না পায়, তা হলে সে এক রাকাত পড়ে নেবে। যেমন ভাবে জামায়াতের ছলাতের রাকাত ছুটে গেলে পড়ে নিতে হয়। আর দু'রাকাতই ছুটে গেলে তা বাড়িতে আদায় করে নিতে হবে। (বুখারী, পরিচ্ছেদ ৬২৭)

ঈদুল ফিতরের ছলাত আদায় করতে যাবার আগে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেয়ে যাওয়া সুন্নাত এবং ঈদুল আযহারের ছলাত আদায়ের পরে খানা খাওয়া সুন্নাত (যদি সম্ভব হয় কুরবানীর গোস্ত দিয়ে)। (বুখারী, পরিচ্ছেদ ৬০৬, ৯০৫, ৯০৬)

দু'ঈদের ছলাতের সময়,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ وَقَالَ إِنْ كُنَّا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ

একই যখন সূর্যদয়ের পর লালিমা ভাব কেটে যাবে তার কিছুক্ষণ পরপরই ঈদের ছলাত আদায় করতে হবে। (বুখারী পরিচ্ছেদ ৬১২; ইবনু মাজাহ ১৩১৭; আবু দাউদ ১১৩৫)

জুম'আর ছলাত আদায়ের সঠিক নিয়ম

জুম'আর ছলাত আদায় করা ফরজ এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۹﴾

হে মুমিনগণ! জুম'আর দিনে যখন ছলাতের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (সূরা জুম'আ, আঃ ৯)

জুম'আর দু'রাকাত ফরজ ছলাত আদায়ের সময়, দুপুর পর যখন সূর্য হেলে যাবে। এ প্রসঙ্গে আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত যে,

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

আল্লাহর রসূল (ﷺ) জুম'আর ছলাত আদায় করতেন, যখন সূর্য হেলে যেতো। (বুখারী পরিচ্ছেদ ৫৭১, হাঃ ৮৫৭, ৮৫৮)

মাসআলা : প্রচন্ড গরম ও শীতের কারণে জুম্ম'আর ছলাত আদায় একটু আগে পরে করা যাবে। (বুখারী ৮৬০)

▪ জুম'আর ছলাত আদায়ের জন্য আযান দেয়ার নিয়ম

যখন ইমাম খুতবাহ পাঠের জন্য মিম্বরে বসবেন, ঠিক তখন আযান দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে সায়িব ইবনে ইয়াজিদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ فَلَمَّا كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ ـ رضى الله عنه ـ وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) আবু বকর এবং উমর (رضي الله عنه) এর যুগে ইমাম যখন মিম্বরের উপর বসতেন, তখন প্রথম আযান দেওয়া হত। এরপর

যখন উসমান (رضي الله عنه) এর খিলাফতের সময় এল এবং লোক সংখ্য বৃদ্ধি পেল, তখন উসমান (رضي الله عنه) জুম'আর দিন তৃতীয় আযানের নির্দেশ দেন। যাওরা নামক স্থান থেকে এ আযান দেওয়া হত। (বুখারী ৮৬৭, ৮৬৯, ৮৭০)

এই হাদিছটাতে ইকামাতকেও আযান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা সে এলাকাবাসী ইকামাতকেও আযান বলতো, উক্ত হাদিছ দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর সময় এবং আবু বকর (رضي الله عنه) ও উমর (رضي الله عنه) এর সময় শুধু একটি আযান দেওয়া হতো, খুতবা শুরু হবার সময় কিন্তু উসমান (رضي الله عنه) এর শাসন আমলে আরো একটি আযান বৃদ্ধি করা হয় আর তা দেওয়া হতো মাসজিদ থেকে বেশ কিছু দূরে 'যাওরা' নামক এক বাজারে, কেননা সেই স্থানে মুসলমান বেশি ছিল। আর মাসজিদ থেকে সেখানে আযানের শব্দ পৌঁছাইতো না; কাজেই উসমান (رضي الله عنه) তৎকালীন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে সেই পথ অবলম্বন করেন সুতরাং বর্তমান জামানায় সেই পথ অবলম্বন করা অর্থাৎ জুম'আর দিনে ইকামাত ব্যতীত দুই আযান দেয়া সম্পূর্ণ সুন্নাত বিরোধী বিদ'আত। কেননা এখন মাইকের প্রচলন রয়েছে।

জুম'আর ছলাত দুটি খুতবা পাঠ করা সুন্নাত প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا

নাবী (ﷺ) দু' খুতবা দিতেন আর দু' খুতবার মাঝে বসতেন। (বুখারী পরিচ্ছেদ ৫৮৫, হা ৮৮১)

মাসাআলা : উক্ত হাদিছে খুতবা ওয়াজ-বক্তব্যকে বুঝিয়েছেন। যেহেতু আরববাসীর মাতৃভাষা আরবী তাই আল্লাহর রসূল (ﷺ) আরবী ভাষায় বক্তব্য দিতেন। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য তা বাংলা ভাষায় দিতে হবে এটাই সুন্নত এবং জুম'আর ছলাতের আগে দুটি আরবী খুৎবা প্রদান ও তার আগে বাংলায় বক্তব্য দিলে তিন খুৎবাহ হয়ে যাচ্ছে। যা সুন্নাহ বিরোধী আমল।

জুম'আর দিন মাসজিদের প্রবেশ করেই দু'রাকায়াত ছলাত আদায় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا، قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ " أَصَلَّيْتَ ". قَالَ لاَ. قَالَ " فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ "

এক জুম'আর দিন নাবী (ﷺ) খুৎবাহ দেয়ার সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করল তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ছলাত আদায় করেছ কী? সে বলল না তিনি বললেন- উঠ দু'রাকায়াত ছলাত আদায় করে নাও। (বুখারী, পরিচ্ছেদ ৫৮৬, ৫৮৭, হা ৮৮৩, ৮৮৪)

জুম'আর ফরজ ছলাত আদায়ের পর আল্লাহর রসূল (ﷺ) মাসজিদ থেকে বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত কোন সুন্নাত-নফল ছলাত আদায় করতেন না।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

বাড়িতে গিয়ে শুধু দু'রাকায়াত ছলাত আদায় করে নিতেন। (বুখারী, পরিচ্ছেদ ৫৯৩, হা ৮৯০, ৮৯৩, ৮৯৪)

জুম'আর ছলাত শেষে সম্মিলিত মোনাজাত করা সুন্নাহ বিরোধী। তবে খুতবা চলাকালীন সময়ে ইমাম সাহেব মিম্বরে থেকেই মুসল্লিদেরকে নিয়ে হাত তুলে দু'আ করতে পারবে। (বুখারী, পরিচ্ছেদ ৫৮৯, হা ৮৮৫, ৮৮৬)

মাসআলা : জুমার দিন গোসল করা সুন্নাত। এবং বৃষ্টির সময় রাস্তা নষ্ট থাকলে জুমার ছলাত বাড়িতে ও জোহর হিসেবে আদায় করা যাবে। (বুখারী, ইঃ ফাঃ পরিচ্ছেদ ৫৬৯, ৫৭০, হা ৮৫৫)

বিতরের ছলাত আদায়ের সঠিক নিয়ম

আমরা অনেকেই জানি বিতর ছলাত ওয়াজিব। আবার বিতরের ছলাতের রাকায়াত নিয়ে যদি মতবিরোধ হয় তাহলে তা কিভাবে ওয়াজিব হবে। যেহেতু ওয়াজিব অর্থ আবশ্যকীয়। আর আল্লাহর রসূল (ﷺ) যদি তা রাকায়াত সংখ্যা কম-বেশি করে তাহলে তা আর ওয়াজিব হয় কিভাবে?

হ্যাঁ, বিতরের ছলাত প্রকৃত পক্ষেই সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এ প্রসঙ্গে আলী (رضي الله عنه) বলেন,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ "

বিতরের ছলাত ফরজ ছলাতের মত আবশ্যকীয় নয়। কিন্তু আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর সুন্নাত। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিতর (অর্থাৎ বিজোড়) যেহেতু তিনি বিজোড় ভালোবাসেন সুতরাং হে কুরআনের অনুসারীগণ তোমরা বেতর পড়। (তিরমিযী ৪৫৩; আবু দাউদ ১৪১৬; নাসায়ী ১৬৭৫; ইবনে মাজাহ ১১৬৯)

ছহিহ হাদিছ দ্বারা প্রমানিত যে, বিতরের ছলাতের রাকায়াত সংখ্যা ১, ৩, ৫, ৭, ৯ এর মধ্য সর্বোত্তম ও সুন্নত হলো ১ রাকায়াত বিতের ছলাত আদায় করা। কেননা, আল্লাহর রসূল (ﷺ) উক্ত হাদিছে বলেছেন আল্লাহ বিতর (বেজোড়), তাই তিনি বিতর (বেজোড়কে) ভালোবাসেন। বিতর অর্থ বেজোড়। তিনি এক সংখ্যা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

হে নাবী, আপনি বলুন, আল্লাহ এক। (সূরা ইখলাছ, আ: ১)

কাজেই এক রাকায়াত বিতের ছলাত গ্রহণযোগ্য। এ প্রসঙ্গে ইবনে উমর (رضي الله عنه) বলেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى "

এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ) এর নিকট রাতের ছলাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন রাতের ছলাত দু'দু রাকায়াত করে আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ফজর হওয়ার আশংকা করে সে যেন এক

রাকায়াত মিলিয়ে ছলাত আদায় করে নেয়। আর সে যে ছলাত আদায় করল তা তার জন্য বিতর হয়ে যাবে। (বুখারী ৯৩৭, ৯৩৯)

তবে বেতর ছলাত ১, ৩, ৫, ৭, ৯ রাকায়াতও পড়া যাবে। বিতরের ছলাত ও অন্যান্য ছলাতের ন্যয় সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরা মিলিয়ে পড়া লাগে। তবে বিতের ছলাতে রুকুতে যাবার আগে দু'হাত তুলে দুয়া করা সুন্নাত। উমর ইবনে খাত্তাব (رضي الله عنه) বিতরের কুনুতে হাত তুলে দুয়া করতেন। (ফাতওয়ায়ে আরকানুল ইসলাম পৃ: ২৫৯; আল মুগনী, ২য় খন্ড, ১৫৪ পৃ:)

এছাড়াও ইবনে মুহাসিন আনসারী (رحمه الله) লিখেছেন- ইমাম আবু ইউসুফ (رحمه الله) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বিতরের ছলাতে দু'য়া কুনুতে দু'হাতের তালু মুখের দিকে করে আসমানের দিকে সিনা পর্যন্ত তুলতেন। ইমাম বুখারী ও তাহাবীও একই মতপোষণ করেছেন। (মাজমু ফাতুয়া পৃ: ১৬০; শা'মী ১/৬২৩ পৃ:; মিরআত ২/২১৯, ৪/৩০০)

মাসআলা : দু'হাত তুলে দুয়া করে হাত মুখে মাসেহ করার প্রচলন সুন্নাহ বিরোধী।

বিতরের ছলাতে দু'য়ায়ে কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব নয়। তবে পাঠ করলে দোষের কিছু নেই। কিন্তু তা মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে পাঠ করতে হবে এটাই নবী (ﷺ) এর সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে আলী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) রমযান মাসের শেষ অংশ ব্যতীত দুয়া কুনুত পড়তেন না। (তিরমিযী ৪৬৪)

বিঃ দ্রঃ যারা বলেন দু'য়া কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব ও দুয়া কুনুত ব্যতীত বিতর ছলাত আদায় হবে না তাদের এই কথা ভিত্তিহীন এবং বিতর ছলাতে কুনুতের পূর্বে তাকবীর দিয়ে হাত বাধাও সুন্নাহ বিরোধী।

মাসআলা : বিতর ছলাতে দুয়া কুনুত না পড়লে যে কোন দুয়া পাঠ করা যাবে। আর কুনুত পড়লেও তা নিয়মিত পাঠ করা যাবে না।

ছলাত আদায়ে নারী-পুরুষের পার্থক্য

ছলাত আদায় করার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে নারী পুরুষ কারোর জন্যই স্বতন্ত্র কোন নিয়ম করা হয়নি। জিবরাঈল (আ:) মহান আল্লাহ তা'আলার আদেশক্রমে এক দফায় আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত আদায়ের নিয়ম পদ্ধতি ইমামতি করে বাস্তব ভাবে শিখিয়ে গেছেন। এ সময় জিবরাঈল (আ:) নারীদের ছলাত আমাদের জন্য আলাদা কোন নিয়ম পদ্ধতির বর্ণনা দেন নাই। নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই সেই পদ্ধতিই শিখানো হয়েছে। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিয়ম পদ্ধতিতে কখনো কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ﴿٦٢﴾

আর আপনি আল্লাহর নিয়ম-রীতিতে কখনও কোন পার্থক্য দেখতে পাবেন না। (সূরা আহযাব, আ: ৬২)

আর যেহেতু মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল (ﷺ) এর আদর্শকেই আমাদের জীবনে মেনে নেয়া একমাত্র দায়িত্ব, সে প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের (ﷺ) এর মধ্যেই উত্তম আদর্শ রয়েছে। (সূরা আহযাব, আ: ২১)

অতএব, মুহাম্মাদ (ﷺ) এর আদর্শই যখন আমাদের জন্য শ্রেষ্ট আদর্শ। তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে ছলাতের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সম্পর্কে আল্লাহর রসূল (ﷺ) কি বলেছেন।

আল্লাহর রসূল (ﷺ) এ সম্পর্কে নারী-পুরুষ উভয় উম্মতকে সম্বোধন করে বলেন-

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

তোমরা সেই ভাবে ছলাত আদায় কর যেই ভাবে আমাকে আদায় করতে দেখেছো। (বুখারী, ইসঃ ফাঃ ৬০৩)

উক্ত হাদিছে আল্লাহর রসূল (ﷺ) নারী পুরুষের ছলাতের কোন পার্থক্য উল্লেখ করেন নি। সুতরাং মহিলারাও তাদের ছলাতে পুরুষদের মতই হাত তুলবে। পিঠ লম্বা করে রুকু করবে। তাশাহুদে সেইরূপ বসবে যেইরূপ পুরুষেরা বসে। মাসজিদে নববীতে নারী পুরুষ সকলে আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর পেছনে একই নিয়মে ছলাত ও জুম'আ আদায় করেছেন। (মুসলিম ১৪০৯)

উম্মে দারদা (رضي الله عنها) তার ছলাতে পুরুষদের মতই বসতেন। (ফাতহুল বারী ২/৩৫৫)

মহিলাদের জন্য পুরুষদের ন্যায় বসা মুস্তাহাব আর তা হলো ডান পা খাড়া করে রাখবে এবং বাম পা বিছিয়ে রাখবে। এটা ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক (رحمه الله) এর উক্তি। (আইনী, ৩য় খন্ড, ১৬৫ পৃ:)

ইব্রহীম নাখয়ী (رحمه الله) বলেন, ছলাতে মহিলারা ঐরূপ করবে, যেরূপ পুরুষরা করে থাকে। (ইবনে আবী শাইবাহ, ১৮৯ পৃ:) উল্লেখ্য যে, মহিলারা ছলাত আদায়ের সময় বেগানা পুরুষ আশে পাশে থাকলে কিরআত পাঠের ক্ষেত্রে (জাহেরী ছলাতে) মহিলা সশব্দে কুরআন পড়বে না। তবে না থাকলে পড়তে হবে। যদি জামায়াতে পুরুষ ইমামতি করে তবে কোন সমস্যা নাই। (আল মারআতুল মুসলিমাহ, ৩/৩০৪)

সুনির্দিষ্ট ছহীহ দলিলের ভিত্তিতে মহিলা ও পুরুষের ছলাতে কিছু পার্থক্য

ক। মহিলারা মহিলা জামায়াতে ইমামতি করলে প্রথম কাতারের মাঝখানে দাঁড়াবে। (সুনানুন কুবরা, হা: ৫৫৬৩)

খ। ছলাতে ইমামের ভুল স্মরণ করাবার জন্য ডান হাত দ্বারা বাম হাতে তালি মেরে আওয়ায দিয়ে স্বরণ করাবে। (বুখারী ১২০৩)

গ। মহিলাদের আপাদমস্তক না ঢাকলে ছলাত কবুল হবে না। (আবু দাউদ ৬৪১; তিরমিযী ৩৭৭)

ঘ। মহিলারা পুরুষদের ইমামতি করতে পারবে না। (বুখারী ৭২৭)

ঙ। মহিলাদের পায়ের গোড়ালী ঢেকে রাখবে। (আবু দাউদ ৬৩৭, মিশকাত ৪৩৩১)

চ। জামাতে ছলাত আদায়কালে পুরুষদের মাথা উঠানোর পর মহিলারা মাথা উঠাবে। (মুসলিম ৬৬৫)

▪ কতিপয় হাদিস

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَفْضَلَ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ছলাতে নিজের উভয় পা একসঙ্গে মিলিয়ে দাঁড়ালো [পায়ের মাঝে ফাঁকা রাখলো না] সে সুন্নাতের বিরোধিতা করল। (নাসায়ী ৮৯৫)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِـ(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ " التَّحِيَّاتُ " . وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ

আয়েশা (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ...আল্লাহর রসূল (ﷺ) চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় মাটিতে দু'হাত বিছিয়ে সিজদাহ করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ ৭৮৩)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ "

আনাস (رضي الله عنه) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন তোমাদের কেউ যেন সিজদাহ দেওয়ার সময় দু'হাত বিছিয়ে না দেয় যেমন কুকুর বিছিয়ে দেয়। (বুখারী ৭৮৪)

ছলাত আদায়ের প্রয়োজনীয় সূরা সমূহ

[সূরা ফাতিহা] (মাক্কি ওয়াল মাদানি, আয়াত-৭, রুকু-১)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٤﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٦﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

অর্থ : ১। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক ও আল্লাহর জন্য। ২। যিনি পরম করুনাময় অসীম দয়ালু। ৩। বিচার দিনের মালিক। ৪। আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। ৫। আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও। ৬। ঐ সকল লোকদের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছো। ৭। ঐ সকল লোকদের পথ নয় যারা গজব প্রাপ্ত এবং পথভ্রষ্ট।

[সূরা কুরাইশ] (মাক্কি, আয়াত-৪, রুকু-১)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

অর্থ : ১। যেহেতু কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়েছে। ২। শীত ও গ্রীষ্মকালের সফরে। ৩। কাজেই তাদের উচিত কা'বা ঘরের রবের ইবাদত করা। ৪। যিনি তাদের ক্ষুধা থেকে রক্ষা করেছেন এবং ভয়ভীতি থেকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন।

[সূরা কাওছার] (মাক্কি ওয়াল মাদানি, আয়াত-৩, রুকু-১)
বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ﴿۱﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ﴿۲﴾ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ﴿۳﴾

অর্থ : ১। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে কাওসার দান করেছি। ২। সুতরাং তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে ছলাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। ৩। নিশ্চয়ই তোমার দুশমনরাই নির্বংশ।

[সূরা নাছর] (মাদানী, আয়াত-৩, রুকু-১)
বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ ﴿۱﴾ وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ﴿۲﴾
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿۳﴾

অর্থ : ১। যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। ২। এবং তুমি মানুষকে দেখবে যে, তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। ৩। তখন তুমি তোমার রবের প্রশংসার সহিত পবিত্রতা ঘোষনা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর নিশ্চয়ই তিনি তাওবাহ গ্রহণকারী।

[সূরা ইখলাছ] (মাক্কি, আয়াত-৪, রুকু-১)
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ۬ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿۳﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا
اَحَدٌ ﴿۴﴾

অর্থ : ১। বল তিনিই আল্লাহ একক। ২। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। ৩। তিনি কোন সন্তান জন্ম দেননি এবং তিনিও কারো সন্তান নন। ৪। এবং তার সমতুল্য কেউই নেই।

[আয়াতুল কুরসী]

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ۬ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی
الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সব কিছুই তাঁর। কে আছে এমন যে তার অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু রয়েছে সবই সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান তিনি জানেন। আল্লাহর জ্ঞানের কোন একটি অংশ বিশেষকেও তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে যতটুকু ইচ্ছা দান করেন। তার সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিন পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলো ধারন করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। (সূরা বাকারহ, আ: ২৫৫)

প্রয়োজনীয় দু‘আ ও যিকির

[তাওবার দু’আ]

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

অর্থঃ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আমি তার কাছেই তাওবাহ করছি। (আবু দাউদ ১৫১৭; তিরমিযী ৩৫৭৭)

বিঃ দ্রঃ বহুল প্রচলিত দোয়া- আস্তাগ ফিরুল্লাহা রব্বি হিম মিং কুল্লি জাম্বিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিই উল আজিম। এই তাওবার দু’আটি মিথ্যা ও বানোয়াট।

১। কালিমায়ে ত্বাইয়্যিবাহ :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। (বুখারী ৮, আবু দাউদ ৪৫৭৬, নাসায়ী ১১০, ইবনে মাজাহ ৫৭, তিরমিযী ২৪১৪)

মাসআলা : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ কালিমাদ্বয়টিকে কালেমায়ে তাইয়্যিবাহ বলা যাবে না, কেননা কালিমায়ে তাওহীদকেই

তাইয়িবাহ তথা উত্তম কালিমা বলা হয়েছে। তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ কালিমাদ্বয়কে কালিমাতাইন ঈমান তথা ঈমানের দুই বাক্য বলা যাবে।

২। কালিমায়ে শাহদাত :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই তিনি এক ও অদ্বিতীয় তার কোন অংশীদার নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (ﷺ) তার বান্দা ও রসূল। (মুসলিম ৪৪৪, আবু দাউদ ১৬৯, নাসায়ী ১১৭৩)

৩। কালিমায়ে তাওহীদ :

ক। لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। (বুখারী অনুচ্ছেদ ৮৬৩, ১২৭৭)

খ। لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক ও তার কোন অংশীদার নেই। তারই জন্য সকল রাজত্ব ও তারই জন্য সকল প্রসংশা আর তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশীল। (বুখারী ৮০৪, মুসলিম ১২১৪, আবু দাউদ ১৫০৫, নাসায়ী ১৩৩৯)

মাসআলা : উক্ত কালিমাটি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ ছলাত আদায়ের পর পাঠ করা সুন্নাত। এবং অত্র কালেমাটিকে বাজারে প্রবেশের দোয়া হিসেবেও পাঠ করা হয়।

৪। কালিমায়ে তামজিদ :

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ

অর্থঃ আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সম্পূর্ণ প্রশংসা আল্লাহর আর আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। (মুসলিম ৫৪৯৪, তিরমিযী ৪৮১)

হাদিসের আলোকে ছলাতের ওয়াক্ত

◉ মাগরিব ছলাত:

মাগরিব ছলাত ওয়াক্তের শুরু-

حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَسَّانَ بْنَ بِلَالٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَالِيهِمْ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، يَرْمُونَ وَيُبْصِرُونَ مَوَاقِعَ سِهَامِهِمْ

হযরত আবু বিশর (রা:) বলেন, আমি হাসসান ইবনু বিলাল (রা:) কে নবী (ﷺ) এর সহচরদের মধ্য থেকে আসনাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী (ﷺ) এর সাহাবাগণ তার সঙ্গে মাগরিবের ছলাত আদায় করতেন। তারপর মদিনার প্রান্তরে নিজ নিজ পরিজনের নিকট ফিরে যেতেন। এমতাবস্থায় তিনি তীর নিক্ষেপ করতেন এবং তীর পতন স্থান সাহাবাগণ দেখতে পেতেন। অর্থাৎ রাতের অন্ধকার হওয়ার পূর্বে মাগরিবের ছলাত আদায় করতেন। (সহীহ বুখারি, হা: ৫২১)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَوْا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ. (صحيح البخاري، حديث رقم: ٥٦٠)

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আমর (রহি:) বলেন, হাজ্জাজ (ইবনে ইউসুফ) মদিনায় এলে আমরা জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) কে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। (কেননা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ বিলম্ব করে ছলাত আদায় করতেন) তিনি বললেন নবী (ﷺ) যোহরের ছলাত প্রচণ্ড গরমের সময় আদায় করতেন। আর আসরের ছলাত সূর্য উদ্দীন থাকতে আদায় করতেন। মাগরিবের ছলাত সূর্য অস্ত যেতেই আর ইশার ছলাত বিভিন্ন সময়ে আদায় করতেন। যদি দেখতেন সকলেই সমবেত হয়েছে তাহলে

সকাল-সকাল আদায় করতেন। আর যদি দেখতেন লোকজন আসতে দেরি করছে, তাহলে বিলম্বে আদায় করতেন। আর ফজরের ছলাত তারা কিংবা আল্লাহর রসূল (ﷺ) অন্ধকার থাকতে আদায় করতেন। (সহীহ বুখারি, হা- ৫৬০)

মাগরিব ছলাতের ওয়াক্তের শেষ সময়-

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ شُعْبَةُ: كَانَ قَتَادَةُ يَرْفَعُهُ أَحْيَانًا، وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ، قَالَ: "وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ، وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَا لَمْ يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ، وَوَقْتُ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ"

হযরত শু'বা (রহ:) বলেন, কাতাদা (রা:) এই হাদিস কখনো মারফু রূপে বর্ণনা করেন, কখনো এরূপ বর্ণনা করেন না। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা.) বলেন যোহরের শেষ সময় যতক্ষণ পর্যন্ত আছর উপস্থিত না হয়, আর আছরের সময় যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য হলুদ বর্ণ না হয় এবং মাগরিবের শেষ সময় যতক্ষণ পর্যন্ত 'শাফাখ' অদৃশ্য না হয়। ইশার শেষ সময় অর্ধ রাতের পূর্ব পর্যন্ত এবং ফজরের শেষ সময় সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। (সুনানে নাসাই, হা- ৫২৩, মান ছহিহ)

উপরে উল্লেখিত হাদিসে বলা হয়েছে, মাগরিবের শেষ সময় হলো- যতক্ষণ পর্যন্ত 'শাফাখ' অদৃশ্য না হয়, আর 'শাফাখ' এর আভিধানিক অর্থ হলো: সূর্যাস্তের পর দিগন্তে (পশ্চিম) যে লাল আভা প্রকাশিত হয় এবং তা প্রায় ইশা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। (আল মাতানি আল লাইল আরবি আভিধানিক।)

শাফাখ সম্পর্কে শায়খ বিন বাজ (রহ:) বলেন, বেশির ভাগ এ সময়টা প্রায় দেড় ঘণ্টা। সূর্যাস্ত এবং শাফাখ, তা পশ্চিম দিগন্তে লালিমা আভা অস্তমিত হওয়ার মাঝে সময় থাকে প্রায় দেড় ঘণ্টা বা ৫ মিনিট কম দেড় ঘণ্টা। তবে মানুষ সতর্কতার জন্য দেড় ঘণ্টা সময় গ্রহণ করেছে। এ সময়ের মধ্যে

লালিমা আভা সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ইশার ছলাতের সময় শুরু হয়। মরুভূমিতে (বা উন্মুক্ত মাঠে) দাঁড়িয়ে এই লালিমা আভা অদৃশ্য হওয়ার বিষয়ে খোঁজ-খবর নেয়া প্রয়োজন। যে তা পর্যবেক্ষণ করবে সে মিনিটের হিসেবে এই সময়টা নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে। তবে এখন যা গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো সতর্কতার স্বার্থে দেড় ঘণ্টা। সূর্যাস্ত থেকে পশ্চিম দিগন্তে লাল আভা ডুবে যাওয়ার সময় দেড় ঘণ্টা। (ফাতাওয়া বিন বাজ, নূরুল আলাদ দারব, ফাতোয়া বিষয়ক জনপ্রিয় রেডিও প্রোগ্রাম - ৭/২৭,২৮)

আমি মাহমুদ বিন আব্দুল ক্বদীর 'শাফাখ' সময়টি পর্যবেক্ষণ করেছি এবং দেখেছি যে, সূর্যাস্তের সাথে সাথে পশ্চিম আকাশে লাল আভাটি দৃশ্যমান থাকে যার সময়কাল এক ঘণ্টা সাত থেকে দশ মিনিট বা সর্বোচ্চ সোয়া এক ঘণ্টা। প্রকৃত অবস্থানটি আল্লাহই অধিক জানেন। এই লাল আভাটি বিভিন্ন সাজে বিভিন্ন সময় দেখা যায় যা কেউ পর্যবেক্ষণ করলে সঠিকভাবে বুঝতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

◉ ইশার ছলাত:

ইশার ছলাতের ওয়াক্তের শুরু-

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ، قَالَ: قَدِمَ الْحَجَّاجُ، فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا، كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ. (رواه النسائي، حديث رقم: ٥٢٨)

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) যোহরের ছলাত সময়ের শুরুতে আদায় করতেন। আছরের ছলাত সূর্য উজ্জ্বল থাকতেই আদায় করতেন। সূর্যাস্তের পরেই মাগরিবের ছলাত আদায় করতেন। ইশার ছলাত কখনো লোক একত্র হলে তাড়াতাড়ি আদায় করতেন, আবার কখনো লোক জমায়েত দেরিতে হলে বিলম্বে আদায় করতেন। (সুনানে নাসাই, হা- ৫২৮)

ইশার ছলাতের ওয়াক্তের শেষ সময়-

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا»

হযরত আনাস (রা:) বলেন, এক রাতে নবী (ﷺ) ইশার ছলাত অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিলম্ব করলেন। অতঃপর ছলাত আদায় করে তিনি বললেন, লোকেরা নিশ্চয়ই ছলাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। শোন! তোমরা যতক্ষণ ছলাতের অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষণ তোমরা ছলাতেই ছিলে। (সুনানে নাসাই, হা- ৫৩০)

◉ ফজরের ছলাত:

ফজর ছলাতের ওয়াক্ত শুরু-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُ وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ، كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ. (رواه البخاري، حديث رقم: ٥٦٠)

হযরত জাবির (রা:) বলেন, ফজরের ছলাত তারা কিংবা আল্লাহর রসূল (ﷺ) অন্ধকার থাকতে আদায় করতেন। (সহিহ বুখারী, হা- ৫৬০)

ফজর ছলাতের ওয়াক্তের শেষ সময়-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، أَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَدْ أَدْرَكَ"

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাত পেল অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকাত পেল, সে ছলাত পেল। (সুনানে নাসাঈ, ই.ফা. হা-৫১৬, মান সহিহ)

◉ যোহরের ছলাত:

যোহরের ছলাতের ওয়াক্তের শুরু-

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা:) বলেন, একদা সূর্য ঢলে পড়লে আল্লাহর রসূল (ﷺ) পেরিয়ে এলেন এবং যুহরের ছলাত আদায় করলেন। (ছহিহ বুখারী তা. প্রা, হা-৫৪০)

যোহরের ছলাতের ওয়াক্তের শেষ সময়-

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّنِي فِي الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ، وَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ» . ثُمَّ قَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ» .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, গ্রীষ্মকালে যুহরের ছলাত আদায় করতেন যখন কোন ব্যক্তির ছায়া তিন হাত পাঁচ কদমের মধ্যে হতো এবং শীতকালে ছায়া যখন ৫ হাত সাত কদমের মধ্যে হতো। (সুনানে নাসাঈ ই. ফা, হা-৫৩৪, মান সহিহ)

◉ আছরের ছলাত:

আছর ছলাতের ওয়াক্তের শুরু-

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاَةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَىْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا

আম্মাজান আয়িশা (রা:) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) এমন সময় আসরের ছলাত আদায় করতেন যে সূর্য রশ্মি তখনও তার ঘরে ছিল এবং সূর্য রশ্মি তখন গৃহের আঙিনা থেকে উপরে উঠেনি। (সুনানে নাসাঈ, ই. ফা, হা: ৫০৬, মান সহিহ)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ؟ قُلْنَا: لاَ، قَالَ: فَصَلُّوا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا». (رواه النسائي، حديث رقم: ٥١٢)

হযরত আ'লা (রহি.) থেকে বর্ণিত, তিনি যোহরের ছলাত আদায় করার পর আনাস ইবনে মালিক (রা:) এর বসরায় অবস্থিত বাসস্থানে গেলেন। তার বাড়ি মসজিদের পাশেই ছিল। আ'লা (রহি.) বলেন, যখন আমরা তার নিকট উপস্থিত হলাম তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আসরের ছলাত আদায় করেছো? আমরা বললাম না। আমরা তো এইমাত্র যোহরের ছলাত আদায় করলাম। তিনি বললেন, এখন আসরের ছলাত আদায় কর। আ'লা (রহি.) বলেন আমরা তৎক্ষণাৎ ছলাতে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং ছলাত আদায় করলাম। ছলাত শেষে তিনি বললেন আমি আল্লাহর রসূলকে বলতে শুনেছি- এটা মুনাফিকের ছিফাত যে সে বসে ছলাতের অপেক্ষারত থাকে। অতঃপর, সূর্য যখন শয়তানের দুই শিং এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে (সূর্যাস্তের সময় নিকটবর্তী হয়ে যায়) তখন তাড়াহুড়া করে নেয়ার মত চারটি ঠোকর মারে এবং তাতে আল্লাহ তা'য়ালার স্মরণ সামান্যই থাকে। (সুনানে নাসাঈ ই.ফা, হা-৫১২, মান ছহিহ)

আছর ছলাতের ওয়াক্তের শেষ সময়-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ " . (رواه النسائي، حديث رقم: ٥١٦)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আছরের এক রাকাত পেল অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকাত পেল সে ছলাত পেল। (সুনানে নাসাঈ, ই. ফা. হা-৫১৬, মান সহিহ)

ছহিহ হাদিস থেকে কিছু মাসায়েল

১। মাসআলা : প্রচন্ড রৌদ্র বা গরম অবস্থায় জোহর বা জুমার ছলাত আদায় করা যাবে না। একটু দেরি করে আদায় করতে হবে। যদি ও তা বিকেল হবার সম্ভাবনা থাকে। (বুখারী ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১; পরিচ্ছেদ ৩৫৯)

২। মাসআলা : যুহরের ওয়াক্ত হয় সূর্য ঢলে পড়লে দুপুরে। (বুখারী পরিচ্ছেদ ৩৬১, ৫১৩)

৩। মাসআলা : ফজরের ছলাত অন্ধকার থাকা অবস্থায় আদায় করা উত্তম। এমন অন্ধকার যেন তার পাশ্ববর্তী মুসল্লিকে দেখা যায়। (বুখারী ৫১৪)

৪। মাসআলা : বৃষ্টির কারণে বা সফরে যুহর ও আছর এবং মাগরিব ও ইশা একসাথে আদায় করা যাবে। (বুখারী ৫১৬)

৫। মাসআলা : সূর্যের আলো পশ্চিম দিকে পূর্ণ ভাবে ঢলে পড়ার আগেই আসরের ছলাত আদায় করতে হবে। (বুখারী ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯)

৬। মাসআলা : সূর্য উদিত হবার পূর্বে যদি কেউ এক রাকাত ফজর ছলাতও পায় তাতে পূর্ণ ফজরই আদায় করতে হবে। এবং যদি সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে আছরের এক রাকাত ছলাতও পাওয়া যায় তাকে আছরের পূর্ণ ছলাত আদায় করতে হবে তথা পড়ে নিতে হবে। (বুখারী পরিচ্ছেদ ৩৬৮, হাঃ ৫২৯)

৭। মাসআলা : বৃষ্টি ও অসুস্থ্যতার কারণে মাগরিব ও ইশার ছলাত এক সাথে আদায় করা যাবে। (বুখারী পরিচ্ছেদ ৩৬৯, হাঃ ৫৩৫)

৮। মাসআলা : এশার ছলাত একটু বেশি রাতে আদায় করা উত্তম। তবে যদি নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত ছলাত আদায় কারি অধিকাংশ মুসল্লি একত্রিত থাকে তাহলে একটু আগে আদায় করলে দোষ নেই। (বুখারী ৫৩৩)

৯। মাসআলা : কোন ওয়াক্তের ছলাত কোন কারণবশত কাজা হয়ে গেলে তা একটু পরে বা মনে হওয়া মাত্রই আদায় করে নেওয়া যাবে। (বুখারী পরিচ্ছেদ ৩৮৯, হাঃ ৫৭১)

বিঃ দ্রঃ প্রচলিত কথা এক ওয়াক্ত ছলাত কাজা হলে তাকে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার বছর জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। এ হাদিছ মিথ্যা বানোয়াট।

১০। মাসআলা : বৃষ্টি অথবা কোন কারণবশত জুমআর ছলাত বাড়িতে জোহর হিসেবে আদায় করা যাবে। (বুখারী পরিচ্ছেদ ৪৩৩, ৬৩৫, ৪৩২, ৬৩৩, ৫৬৯, ৮৫৫)

১১। মাসআলা : ক্ষুধা অবস্থায় ছলাত আদায় না করলেও চলবে। খাওয়া শেষ করে জামায়াত না পেলে একাকী আদায় করতে হবে। (বুখারী পরিচ্ছেদ ৪৮৮)

১২। মাসআলা : খুব কঠিন কোন কারণবশত বিদ'আতি ইমামের সাথে ছলাত আদায় হবে না। (বুখারী পরিচ্ছেদ ৫১৪, হা ৭৫৭)

১৩। মাসআলা : ধীরস্থির এবং সঠিক ভাবে রুকু সিজদা আদায় না হলে ছলাত আদায় হবে না। (বুখারী পরিচ্ছেদ ৫১৪, হা: ৭৫৭)

১৪। মাসআলা : মহিলাদেরকেও মাসজিদে গিয়ে ইমামের সাথে জামায়াতে ছলাত আদায় করতে হবে। (বুখারী পরিচ্ছেদ ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৫, ৫৫৯, হা: ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮৩০, ৮৩১)

১৫। মাসআলা : নারীদেরকেও মাসজিদে ইমামের সাথে জামায়াতের জুমআর ছলাত আদায় করতে হবে। (বুখারী ৮৫৪, ৮৩৫, ৮৫১)

১৬। মাসআলা : দু' ঈদের ছলাতেই নারীদেরকেও পুরুষদের সাথে একই জামায়াতে ছলাত আদায় করতে হবে। (বুখারী পরিচ্ছেদ ৬১৭, ৬২২, হা ৯২৩, ৯২৭, ৯২৯)

১৭। মাসআলা : জুমআ ও ঈদ একই দিনে উপস্থিত হলে যারা ঈদের ছলাত আদায় করবে তারা যদি সেই জুমআর ছলাত আদায় না করে তবে দোষের কিছু নেই তবে ইমাম ব্যতীত। (আবু দাউদ ১০৬৮)

১৮। মাসআলা : নারী ও পুরুষের ছলাত একই রকম, কোন পার্থক্য নেই। (বুখারী ৮৮৮ পৃ:, দিল্লি দেওবন্দ ছাপা)

১৯। মাসআলা : ছলাত আদায়ে ইমাম কিরাত ভুলে গেলে পুরুষ মুসল্লি সুবহানাল্লাহ বলবে আর মহিলারা হাত তালি দিবেন। (বুখারী; মুসলিম ৯৮৮; আবু দাউদ ৯৪০)

২০। মাসআলা : ছলাত আদায়ে ওয়াজিব ছুটে গেলে সালামের পূর্বেই দুইটি সাহু সিজদা আদায় করতে হবে। (বুখারী ১২২৪; মুসলিম ৫৭০)

নোট/মন্তব্য:..

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ এর লিখিত বইসমূহঃ

১. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ
২. তা'লিমুত তাওহীদ
৩. তাওহীদ আল ইবাদাহ
৪. ইসলামের বুনিয়াদ শিক্ষা
৫. রসূল ﷺ এর শিখানো ছলাত
৬. ইসলাম পালনের মূলনীতি
৭. আপনার যাকাতে যাদের হক রয়েছে
৮. মাসজিদে যিরার (লিখিত বক্তব্য)
৯. বিচার দিবস
১০. ইসলামে ব্যক্তিজীবন
১১. ইসলামে পারিবারিক জীবন
১২. ইসলামে সামাজিক জীবন
১৩. মুক্তির পয়গাম
১৪. তোমার লক্ষ্য যেন হয় জান্নাত
১৫. দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নারীদের ভূমিকা
১৬. ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের সম্পদ বণ্টন নীতি
১৭. আল্লাহর পথের পথিক
১৮. গাজওয়াতুল হিন্দের সংক্ষিপ্ত আলোচনা
১৯. সীরতে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল আরাবী ﷺ
২০. তরজমায়ে সূরহ মুহাম্মাদ
২১. আমরা কি চাই, কেন চাই, কিভাবে চাই
২২. সংক্ষিপ্ত দৈনন্দিন সুন্নাহ
২৩. কিতাবুল উযহিয়্যাহ
২৪. তালিমুল আদাব (১ম ও ২য় পর্ব)
২৫. কিতাবুত তাজউইদ

অন্তিম
প্রকাশনী